Vol. 28 | No. 3 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচীন পাণ্ডু লিপিতে লিপিকর

Volume	28
Issue	3
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	তরিকুল আলম খান
Published online	June 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i3.4
Pages	93-147
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর

তরিকুল আলম খান

ছাপাখানা প্রবর্তনের পূর্বে আমাদের দেশে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, ধর্ম, সাহিত্য, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, চিকিৎসা, শাস্ত্র, ব্যক্তি-জীবনের প্রক্ষেপ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের চর্চার বাহন ছিলো গাছের ছাল, পাতা, তুলট কাগজ প্রভৃতি উপাদানে লিখিত হাতের লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। শিলালিপি, কাণ্টফলক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং মঠ, মন্দির, মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা, সময়কাল-সূচক পরিচিতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে রচয়িতার মূল-গ্রন্থ থেকে সময়ের ব্যবধানে স্থানিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির হাত ছুঁয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অনুলেখনের পর বার বার অনুলিখিত হয়ে দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করতো। অনুলেখনের কাজ সমাপিত হতো লিপিকরদের সাহায্যে। লিপিকরদের এ অনুলেখনের ফলে প্রাচীন কাল থেকে ছাপাখানা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বৈয়াকরণিক, শাস্ত্রিক, ধর্মীয়, সাহিত্য, চিকিৎসা-সম্বলিত পাণ্ডুলিপি বাঙালী জাতির প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে লিপিকরদের ভূমিকা যেমন বলিষ্ঠ, তাদের অবদানও তেমনি অনস্বীকার্য।

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনুলেখনের কাজ প্রাচীন কাল থেকে অনুসৃত হয়ে এসেছে। অনুলেখকদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হতো। চতুর্থ শতকে পেশাদার অনুলেখকদের লিপিকর বা লিবিকর, সপ্তম ও অষ্টম শতকে দিবির পতি, অষ্টম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত কায়স্থ বলা হতো।[১] সার্বিকভাবে সময়ের পরিবর্তনে স্থান ও পাত্র ভেদে অনুলেখকদের পরিচিতিমূলক উপাধি বিচিত্রতর রূপ নেয়। ফলে পাণ্ডুলিপি গ্রন্থরাজিতে করণক, করণিক, শাসনিক, ধর্মলেখিন, সরকার হিসেবে তাদের পরিচিতি বিধৃত। বিচিত্র উপাধিতে বিভূষিত হলেও লিপিকর হিসেবে অনুলেখকদের পরিচিতি সর্বজনগ্রাহ্য।

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে পেশাদার লিপিকরদের পরিচয়ই অধিক পাওয়া যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা তত না থাকলেও সুন্দর হাতের লেখার সুবাদে লিপিকর-পেশায় আত্মনিয়োগ করে সেকালে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২] পেশাদার লিপিকরদের মাঝে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বালক, মহিলা, পরিণত বয়স্ক বৃদ্ধ এ পেশায় আত্মনিয়োগ করতেন। রাজা-জমিদারদের ব্যক্তিগত পেশাধারী লিপিকর থাকতো। এ ছাড়া বাধ্য-বাধকতাহীন পেশাধারী লিপিকর স্বাধীনভাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুস্তক মালিকদের গ্রন্থ লিখে দিতেন। লিপিকরদের মাঝে টোল, মাদ্রাসা ও অন্যান্য বিদ্যায়তনে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে পাঠ্য বা আনুষঙ্গিক গ্রন্থ নকলের কাজ করতো শিক্ষক বা সতীর্থদের কাছ থেকে গ্রন্থ ধার নিয়ে। নিজস্ব প্রয়োজনে ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় বা সাহিত্যের গ্রন্থ লিখে রাখার প্রচলনও পরিলক্ষিত হয়। তবে এ ধরনের লিপিকরের সংখ্যা নিতান্ত কম। পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক পুষ্পিকায় লিপিকরেরা গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু বর্হিভূত স্বকীয় নাম, গ্রাম, পরগণা, জেলা সম্পর্কিত ব্যক্তি-পরিচিতি, ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখ সঞ্জাত প্রক্ষেপ, অনুলেখনের সময়কাল, স্থান, পুথির মালিক-পরিচিতি, মালিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত পারিশ্রমিক, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাপ্রবাহের খণ্ডাংশ, সম-কালীন জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন-পদ্ধতির বিচিত্র প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন। পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের পুষ্পিকাংশের নিজস্ব সংযোজন এবং পুথির সর্বত্র লিপিকরদের লিখন-পদ্ধতির বিশিষ্টতা বিশ্লেষণে তাদের সম্যক পরিচিতি এবং যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।

১

অনুলেখনের সময় লিপিকর সজ্ঞানে এবং সযত্নে আদর্শ পুথিকে অনুসরণ করেন। অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিতে আদর্শ পুথির ভুল সংশোধন, বর্ণ, শব্দ, চরণ, স্তবক সংযোজন বা বর্জন করার অধিকার লিপিকরের নেই। আদর্শ পুথিই লিপিকরদের অবলম্বন। গ্রন্থ সমাপ্তিতে পুষ্পিকায় অনেক লিপিকর বলিষ্ঠ প্রয়াস রেখেছেন আদর্শ পুথির প্রতি এ বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য-সুলভ মনোভঙ্গির। যেমন—

১ "জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখক দোস নাস্তী"[৩]

২ "জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকং নাস্তি দুসকং"[৪]

৩ "জথা দেখীতং তথা লেখীতং"[৫]

৪ "জথা দিষ্ট তথা লিখিতং। লিখনং দোসক নাস্তি"[৬]

৫ "জতা দিষ্ট তথা লিখিতং"[৭]

৬ "জথা দিষ্টিতং তথা লেখীতং"[৮]

৭ "জথা দিশট্ং তথা লিখিতং। লিখিকো দোসক নাস্তি"[৯]

৮ "জথা দিষ্ট তথা লিখিতং পটীতং নাস্তি দোসক"[১০]

৯ "জথা দিষ্টং তথা লিক্ষতং লিক্ষক নাস্তি দোসক"[১১]

১০ "জথা দিটং তথা লিখিতং লিক্ষোকু দোস নাস্তিকং"[১২]

১১ "জথা দ্রিষ্টং তথা লিক্ষ্যং লেখোকো নাস্তি দোসকং"[১৩]

১২ "আসলেত এহার অধিক ন পাইলুম
আসলেত জেনমত রচন পাইলুম
কবি স্বরি মান্য করি জত্তনে রাখিলুম"।[১৪]

১৩ "য়াসলেত জেইয়াছে লেখীছ সেই পদ"[১৫]

১৪ "আছলেত জেমত আচিল সেমত দি লেখীলাম"[১৬]

১৫ "আছলে জেমত ছিল সেমতে লেখীল"[১৭]

১৬ "জে রূপ দেখিল তদ্রূপ লেখলি"[১৮]

২

প্রকৃতপক্ষে লিপিকর আদর্শ পাণ্ডুলিপির প্রতি সর্বক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার ছাপ রাখতে পারেননি। রচয়িতার স্বহস্তলিপি বা তার পরবর্তী

লিপি থেকে সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন লিপিকরের মাধ্যমে মূল পাঠে বিভ্রান্তিজাত অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের অনুলিখন কাজে লিপিকরের অসঙ্গতিসমূহকে ২ক. সূত্র এবং ২খ. কারণ—এ দুটো পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

২ক. সূত্র—লিপিকরদের জন্যই লিপি পরম্পরায় রচয়িতার মূল পাঠে পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তনের এ ধারা সূচিত হয় নির্দিষ্ট সূত্র থেকে। সূত্রজাত লিপিকর-প্রমাদ ত্রিবিধ।

২ক.০. দৃষ্টিভ্রান্তজাত—দৃষ্টিভ্রান্তজাত ভ্রমের সম্মুখীন হয়ে অনুলিখনের সময় লিপিকর অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ পুথির পাঠ নিরংকুশ ভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন। ফলে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। যেমন:

"থাকুকুক এখন গ্রিহের কর্ম্ম করিব আসিয়া।
কমন ছাইলা ধনু ভাঙ্গে দেখিয়া আসি গিয়া"[১৯]

"রামে বোলে সুন ভাই প্রাণের প্রানের লক্ষণ।
বৈঠার বারি দিয়া পাছে লইব জিবন"[২০]

"সিবের অঙ্গিকার আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
সেহি সে কারণে আমি মনে সন্দে করি"[২১]

উদ্ধৃতিত্রয়ে বর্ণ, শব্দ ও সংযুক্ত চিহ্ন ব্যবহারে লিপিকর দৃষ্টিভ্রান্ত ভ্রমের সম্মুখীন হয়েছেন।

"সখিগণ লৈয়াবাস
আসিআছি অভিলাস।
জলকেলি অভিলাস
আসিআছি পুষ্প বনএ"[২২]

এখানে প্রথম চরণের পর দৃষ্টিভ্রান্ত ভ্রমবশতঃ লিপিকর দ্বিতীয় চরণ না লিখে তৃতীয় চরণের প্রথম শব্দ এবং দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় শব্দ লিখেছেন। সম্ভবতঃ তৎক্ষণাৎ ভুল লক্ষ্য করে লিখিত চরণটি কেটে

দিয়েছেন। সংশোধনের পর উক্ত অংশের পাঠ বিকৃত হয়নি সত্যি, তবে লিপিকরের দৃষ্টিজাত ভ্রমের প্রকৃষ্ট নিদর্শনটি রক্ষিত রয়েছে।

২ক. ১ মনস্তাত্ত্বিক—মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে চিত্তজগৎ ও কর্মময়তা যুগপৎ ভাবে আবর্তিত হয়। মনন ও কর্মের সমন্বয়ে কখনো স্মৃতি রোমন্থনে, কখনো কল্পনা বিলাসে প্রবৃত্ত হয়। স্বকীয় অনুভূতির প্রাবল্য ও চেতনার স্বাতন্ত্র্য কর্মকাণ্ডে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। লিপিকরদের অবচেতন মানসিকতার ছিদ্র পথ দিয়ে এ ভাবে অনুলিখিত গ্রন্থে কিছু কিছু অসঙ্গতি আত্মপ্রকাশ করেছে। মনস্তাত্ত্বিক লিপি-প্রমাদ নির্দিষ্ট কোন সূত্র ধরে আসেনি; লিপিকরদের স্বতন্ত্র মানসিকতা বিচিত্রতর প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬৩২৪ নম্বর পাণ্ডুলিপিতে দুঃখ শব্দের 'দু'-এর পরে 'ঃ'টি পরবর্তী সময়ে দুই, দুষ্ট, দুর্জয় ইত্যাদি শব্দে 'দু'-এর পরে 'ঃ' ব্যবহৃত হয়েছে। দুঃখ শব্দের 'দু'-এর পর 'ঃ'-টি পরবর্তী শব্দসমূহে 'দু'-এর পর 'ঃ' ব্যবহারজাত প্রমাদ মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত হয়েছে।

"পুষ্প বনে অসিয়াছি দুঃখ ভাবি মন"[২৩]

"একদিন সেই ব্যাস বনিতা সহিতে।
সম্বাদ করিল দুঃই বসিয়া নিশ্চতে॥
পৃতিবিতে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ধন উপার্জ্জন।
সুক্ষ মুক্ষ দুঃই পাছে ধনের কারন॥[২৪]

২ক. ২ অপরিপক্কতা—মূল-গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অস্পষ্টতা, বর্ণ, একীভূত শব্দ, সংযুক্ত চিহ্নের যাথার্থ্য প্রয়োগে অপরিণত ধারণার ফলে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিতে পাঠ-বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। অসঙ্গতি-সম্ভূত লিপিকরের এ অপরিপক্কতার জন্যে অনুলিখিত এবং আদর্শ পুথির মাঝে ব্যবধান সূচিত হয়। পরিণতিতে মূল-পাঠ নির্ণয়ে বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়।

রচয়িতার মূল-গ্রন্থের অনুলিখনই লিপিকরের অভীষ্ট। অপরিণত ধারণার বশে আদর্শ পুথির লিপিকরের পরিচিতি, ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত যা পুষ্পিকা বা গ্রন্থের অন্যত্র ছড়িয়ে রয়েছে, লিপিকর কখনও বিনা দ্বিধায় অনুলেখনের ক্ষেত্রে তা স্থান দিয়েছেন। যেমন ফরায়েজ নামা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ নম্বর —৩০৮, রচয়িতা ইসমাইল, লিপিকর আলিমদ্দিন, "ইতি সন ১২৩৭ মঘি তারিখ ৩ কাত্তিক মোং রমজানল মোবারক রোজ মঙ্গলবার দ্বিপ্রহর সময়ে লিখাপরা সমাপ্ত। বং শ্রী আলিমদ্দিন পীং শ্রী হায়েদর আলী খোং সাং ডেঙ্গা পাড়া মালিক খোদ বটী।"

অনুলিখনের সময়ে আদর্শ পুথির লিপিকর এয়াকুবের গ্রন্থ বহির্ভূত নিজস্ব ও পুস্তক মালিকের পরিচিতি আলিমদ্দিন সংযোজন করেছেন এভাবে :

ক্ষুদ্রমতি এয়াকুপ পণ্ডিত অতিহীন।
সম্পূর্ণ লেখিল এই পুস্তক প্রবিন॥
জার আজ্ঞা পাই মনে প্রতিজ্ঞা করিলু।
লেখিবারে ফরাজনামা অঙ্গিকার কৈলুঁ॥
তাতে এক মোহমতি আবদুল গফুর মিজ্জি।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ সৃজিলেক বিধি॥
গুণে জ্ঞানে দানে মানে অধিক মহন্ত।
ফৈদার মুলুকে তাই বসতি করন্ত॥[২৫]

অনুলিখিত পাণ্ডুলিপির লিপিকর আলিমদ্দিন আদর্শ পুথির লিপিকরের নিজস্ব বক্তব্য গ্রন্থের অপরিহার্য অংশ ভেবে পরিহার করেননি।

২খ. কারণ—লিপিকরের দৃষ্টিজাত অসঙ্গতি, মনস্তাত্ত্বিক অবচেতনতা ও অপরিপক্ষতার জন্যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠে লিপিকর-প্রমাদ সংঘঠিত হয়ে থাকে। এ লিপিকর-প্রমাদ ও অসঙ্গতিগুলোকে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠ-বিকৃতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পাঠ-বিকৃতির কারণ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত।[২৬]

২খ. ১—ভ্রমজনিত
২খ. ২—সংযোজন
২খ. ৩—পরিবর্জন

২খ.১.০ সাদৃশ্যজনিত ভ্রম —বর্ণ, শব্দ সংযুক্ত চিহ্ন সম্পর্কে লিপিকরের সম্যক ধারণার অপ্রতুলতায় প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে সাদৃশ্য-গত ভ্রম ঘটে।

১. বর্ণ——ন-ল, র-ব, স-ম ইত্যাদি বর্ণের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় অনুলিখনের সময় এক বর্ণের স্থলে অন্য বর্ণের ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে।

ক. "পদ বাম মহিস উপরে"[২৭]
প্রকৃত পাঠ——সহিস

২. শব্দ—"পৈরণের ধুতি গুনি মাথাএ দিলেন তুলি
চলিলেন উলঙ্গ হইয়া"[২৮]

'খু'স্থলে 'গু' এবং 'লি' স্থলে 'নি' হওয়ায় 'খুলি' পাঠের স্থলে 'গুনি' পাঠ হয়েছে।

৩. সংযুক্ত চিহ্ন——প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে স্বরবর্ণের কার এবং ব্যঞ্জন-বর্ণের কার ও ফলা চিহ্ন বিভিন্ন আকৃতিতে প্রযুক্ত হয়েছে। আদর্শ লিপির কু—ঙ, খ—সু ইত্যাদির আকৃতিগত সাদৃশ্য এবং ব্যঞ্জনের নীচে বা পাশে কৌণিক চিহ্ন ব্যবহারে সুষ্ঠু পরিপ্রেক্ষিত নিরূপণে ব্যর্থ হয়ে লিপিকর অনুলেখনে বিভ্রান্তির শিকার হন। যেমন:

"সিবের অঙ্গিকার আমি লঙ্ঘিতে না পারি / সেই সে কারণে আমি মনে সন্দে করি।"[২৯]—'ও'র নীচে কৌণিক দিয়ে ঘ সংস্থাপনের পরিবর্তে খ-এর নীচে কৌণিক চিহ্ন দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে।

২খ.১. ১ বিশ্লেষজনিত ভ্রম— প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে চরণান্তর্গত শব্দ-সমূহের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ফাঁক না থাকায় শব্দ পৃথকীকরণ ও সম্মিলনে অনুলেখনের সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যেমন:

"জাবত না জায় কৃষ্ণ দ্বারি কানগরে"[৩০]

শব্দ পৃথকীকরণে 'কা' পরবর্তী 'নগরে' শব্দের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়েছে।

২.খ১. ২ সংক্ষিপ্তকরণজাত ভ্রম—বিভিন্ন সংকেত ব্যবহারে লিপি-সংক্ষেপে বা একীভূতকরণে অনুলেখক ভ্রমের সম্মুখীন হন। শব্দের দ্বিত্ব বুঝাতে ২ সংখ্যার ব্যবহার, স্বগীয় অর্থে ˜ চিহ্ন, মোহাম্মদ-মোকাম অর্থে মোং, পরগণা—পং, বকলম—বং ইত্যাদি আদর্শ পুথির সংক্ষিপ্তকরণ অনুলেখনে যথার্থভাবে ব্যবহৃত হয় না। যেমন—

"সিবে বোলে পার্ব্বতী সোন আমার বচন
যে কারণে কৈলাস নড়িল সোন ২ বচন"[৩১]

২ সংখ্যা দিয়ে 'সোন' শব্দের দ্বিত্ব বুঝানো হয়েছে। মূল পাঠে সুনহ ছিল। অন্ত্যের 'হ' বর্ণকে লিপিকর দ্বিত্ব বলে ভুল করেছেন।

২.খ২. ৩ স্থান বিপর্যয়জাত ভ্রম—পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে বর্ণ, শব্দ, চরণের বিপর্যয়ের ফলে পাঠ-বিকৃতি ঘটে। নির্দিষ্ট স্থান পরিবর্তনে পাণ্ডুলিপি পাঠে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় পরবর্তী লিপিতে সে-ধারা অনুসৃত হয়ে চিরন্তন ভ্রান্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

"কহয়ে সিক র দাসে"[৩২] (মূল পাঠ রসিক দাস)
"ইতি সঙ্কর দাস চরিতা"[৩৩] (মূল পাঠ রচিতা)

২খ.১. ৪—ভাষান্তরিত প্রতিবর্ণীকরণে বিভ্রান্তি—এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে ঘোষ-অঘোষ, অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ, কার ও ফলা-চিহ্নজাত বিভ্রান্তি সূচিত হয়। যেমন—

"যদি শে না থাকে মুরে লুলাতের লিখান
তাবুতু জানুনির কিনে হইল মারান
বারু মাশ লিখা হায়নু আর লিখিবু কি
পূর্বে ছিনু বাপগালা কারিলাম আরাবি"[৩৪]

আদর্শ লিপি ছিল বাংলা হরফে, লিপিকর বাংলা ভাষাকে আরবী লিপিতে লিখতে গিয়ে পাঠে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। প্রকৃত পাঠ হবে—

যদি সে না থাকে মোর ললাটের লিখন
তবে ত জননীর কেনে হইল মরণ
বারমাস লেখা হইল আর লেখিব কি
পূর্ব্বে ছিল বাঙ্গালা করিলাম আরবী।

২খ. ১.৫ আঞ্চলিকতার প্রভাবজাত ভ্রম—লিপিকর অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হন। অনুলেখনের সময় আদর্শ পুথির পাঠ বাদ দিয়ে লিপিকরকে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় একান্ত পরিচিত শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন—

১. "মাতুলের দেশে তোমরা রইয়াছে সিষু হইয়া।
বিভিসন পিতা তোমাগ মৈরা হইয়াছে কুইয়া"[৩৫]

২. "লাফ দিয়া মাধব তড়েত উঠিল॥
মার মার বুলিয়া সমুখে দাড়াইল"[৩৬]

৩. "আসনের তাপে ঘরে রহিতে ন পারে
গৃহ ছাড়ি পাপি সব চাহে ধাইবারে"[৩৭]

২খ. ১.৬ অসুদ্ধ উচ্চারণজাত ভ্রম—আদর্শ লিপির নির্দিষ্ট শব্দের উচ্চারণজনিত ভুলের জন্যে অনুলিপিতে লিপিকর ভুল করে থাকেন। যেমন—

১. "জোন পিতি পাই আমি চারি কড়াকড়ি"[৩৮]

২. "পদ্মলোচন বোলে ভাই সোনহ বচন।
দেখ যুদ্ধে আসিয়াছেন শ্রীরাম লক্ষণ॥
এক দেহেত দুই ভাই কট কপালে চায়"[৩৯]

২খ. ১.৭ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রয়োগজনিত ভ্রম—আদর্শ লিপির বর্ণ, শব্দ, শব্দাংশকে যথার্থ মনে না করে লিপিকর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বর্ণ বা শব্দ ব্যবহার করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

"শ্রী গৌরাঙ্গ মোরে।
জেই বুলাইল বাণি।
তাহা বিনে ভালমন্দ।
কিছু নাহি জানী॥
শ্রী লোকনাথ প্রভুর চরণ করিয়াস।
প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা কহে শ্রী নরত্তম দাস"[৪০]

"শ্রী গৌরাঙ্গ মোরে বেনায় জেহি বাণী।
তাহা বিনে ভালমন্দ কিছু নহে জানি॥
লোকনাথ প্রভুর পাদ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেম ভক্তি চন্ডিকা কহে, নরত্তম দাস"[৪১]

আদর্শ লিপির পাঠ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুলেখন লিপিকরের কাজ। উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের চিহ্নিত অংশে পাঠগত যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা লিপিকরের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বর্ণ ও শব্দ প্রয়োগেরই ফলপ্রসূত।

২খ. ১.৮ পুনরাবৃত্তিজাত ভ্রম— লিপিকরের ভুলে প্রতিলিপিতে আদর্শ লিপির শব্দ এবং চরণ যথাস্থানে ব্যবহৃত না হয়ে অন্যত্র স্থান পায় এবং চরণান্ত শব্দ বা চরণ পূর্ববর্তী শব্দ বা চরণের অনুষঙ্গী হিসেবে আসে। যেমন—

১. "আপন মাথে হাত দিয়া বুঝহ নিশ্চয়।
প্রভুর মায়াতে তার মতিভ্রম হৈল
আপন মাথে হাত দিয়া হইয়া গেল।
সেহি বিষ্ণু জন্ম্মি আছে দসরথের ঘরে।"[৪২]

প্রথম চরণের 'আপন মাথে হাত দিয়া' অংশটি তৃতীয় চরণে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

২. "দষরথেক আন জায়া মিথিলা নগরে॥
জনকে বোলেন আমার জাবে কোন জন।

কমন প্রকারেক কন্যা করিব সমপেন॥
বিস্বামিত্রে বোলে জনক কথাতে দেহ মন।
কেমন প্রকারে কর্ণ্যা করিব সমপেন"[৪৩]

পুনরাবৃত্তিজাত ভুলের ফলে ৩য় চরণ ৫ম চরণে ব্যবহৃত হয়েছে। পুনরাবৃত্তিজাত ভ্রম লিপিকরের অবচেতন মানসিকতারই প্রকাশ। পূর্ববর্তী চরণের শেষ শব্দ দ্বিতীয় চরণে স্তবকের যে কোন চরণ পরবর্তী চরণে ব্যবহার এ-জাতীয় ভ্রমের আওতাভুক্ত। অনুকরণজাত এ ভুলের ফলে আদর্শ লিপির পাঠ অনেক ক্ষেত্রে বাদ পড়ে যায়।

২খ.১.৯ সংমিশ্রিত পাঠ সৃষ্টি-জাত ভ্রম—একাধিক আদর্শ পুথি অবলম্বনে পুথি লিখতে গিয়ে লিপিকর গ্রহণ-বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেন। ফলশ্রুতিতে আদর্শ হিসেবে কোন পুথিই স্বীকৃত হয় না বরং লিপিকর স্বকীয় খেয়ালে নতুনতর পাঠের আবাহন করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের ৮৬৭, ৮৫৭, ৮৬১ ও ৮৫৮ নম্বর-ভুক্ত রতিশাস্ত্র গ্রন্থ একই পুস্তক মালিকের। ২য় এবং ৩য় গ্রন্থের অনুলেখনের সময়কাল ১২১৯ বঙ্গাব্দ। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সাযুজ্য থাকায় প্রথম গ্রন্থটিও একই সময়ের অনুমান করা চলে। ১২২১ সালের ২৬ ফাল্গুন দিপ চন্দ্র রায় চৌধুরী ৮৫৮ নম্বর গ্রন্থটি উপরোক্ত তিনটি পুথির পাঠ মিলিয়ে সংমিশ্রিত পাঠ তৈরী করেছেন। আদর্শ পুথিত্রয়ের পাঠ এবং সংমিশ্রিত পাঠের বৈসাদৃশ্যগুলো প্রণিধানযোগ্য।

৮৬৭ ভবানি চরণে আমি করি নমস্কার
রতি সাস্ত্রে বিবেচিয়া করিব প্রচার॥
জন্মজয় মহারাজা বিদিত ভুবন ।
ধর্ম্ম নিতে প্রজাগণ করএ পালন॥
বন্দু মিত্র লৈআ করে সভা আরুহন।
বন্দু মিত্র লৈআ করে সভা আরুহন।
তাহান সাক্ষাতে আইলা আঙ্গুল তপঠন।

৮৫৭ ভবানির চরণে আমি করি নমস্কার
রতি সাস্ত্র বিবেচিআ করিব প্রচার॥
জন্মজয় মহারাজা বিদিত ভুবন।
ধর্ম্ম নিতে প্রজাগণ করএ পালন॥
বন্দা মিত্র লৈআ করে সভা আরোহণ।
তাহান সাক্ষাতে আইলা আঙ্গুল তপোঠন॥

৮৬১ ভবানির চরণে আমি করি নমস্কার।
রতিসাস্ত্র বিবেচিআ করিব প্রচার॥
জন্মজয় মহারাজা বিদিত ভুবন।
ধর্ম্ম নিতি প্রজাগণ করয়ে পালন॥
বন্ধু মিত্র লৈআ করে সভা আরোহণ।
তাহান সাক্ষাতে আইলা আঙ্গুল তপোঠন॥

৮৫৮ জয় জয় কবিগণ করি নমস্কার।
রতি সাস্ত্র ভেদকথা করিব বিস্থার।
চন্দ্রোবংসে মহারাজা নাম জন্মজয়
পরম ধাম্মিক মতি সারদা তনয়।
দানবন্ত জ্ঞানবন্ত দআসিল অতি।
পরম বৈষ্ণব রাজা বিষ্ণুতে ভকতি।
একদিন মহারাজা বসি নিগুড়েতে
হেন কালে গাগ্যমুনি আসিলা তথাতে॥

২খ. ১.১০ সংখ্যায়ন ও সময়-নির্দেশক ভ্রম—১. প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে প্রতি পত্রে পত্রাঙ্ক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একই পত্রাঙ্ক একাধিকবার, আবার ভ্রমবশতঃ কোন পত্রের পত্রাঙ্ক উল্লেখ করা হয় না। মূলতঃ পাঠ পরম্পরা রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পত্রাঙ্ক নির্দেশে এ ধরনের পুর্নব্যবহার ও বিচ্যুতি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

২. গ্রন্থ সমাপ্তি কাল-সূচক লিপিকর প্রদত্ত সময়কাল কোন কোন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ সংখ্যা ৫০৯০ ও ৫০৯১ সংখ্যক গ্রন্থ দুটো সমসাময়িক। পুষ্পিকায় গ্রন্থদ্বয়ের

অনুলিখনের সময়কাল দেয়া হয়েছে ১৪৯৪ শকাব্দ। লিপিগত বৈশিষ্ট্য, কাগজ, কালি ইত্যাদি বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয় এ-গুলোর অনুলিখনের কাল সঠিক নয়। সম্ভবতঃ আদর্শ লিপির কাল হুবহু ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির অনুলিখনের সময়কাল নিয়েও এ ধরনের বিতর্ক উঠেছে।

৩. সংখ্যাবাচক শব্দ বা সংখ্যা লিখার ক্ষেত্রে অনুলিখিত গ্রন্থে ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। হেয়াত মামুদের জঙ্গনামার রচয়িতার স্বহস্ত লিখিত পুথিতে 'দশ সহস্র তঙ্কা'র স্থলে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংগৃহীত পুথিতে 'দশ লক্ষ তঙ্কা'[৪৪] লিখিত আছে।

২খ. ১.১১ সম্বোধনজাত ভ্রম—মূল-গ্রন্থের কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্র বিশেষের সম্বোধনসূচক আদর্শ লিপির উক্তি কোন কোন প্রতিলিপিতে যথার্থভাবে ব্যবহৃত না হয়ে পরিবর্তন সাধিত হয়। এসব ক্ষেত্রে লিপিকরের নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ মনোভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিকতার ছাপ আদর্শ লিপিকে ছাপিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—'ছোন ছোন **অরে বিধি** মুই বোলেন তোমারে"[৪৫] ; "ষুন ষুন **অহে বিবি** মুই বোলেন তোমারে"[৪৬]। ৩৩ নম্বর গ্রন্থের সম্বোধনজাত 'অরে' শব্দ ৩২ নম্বর গ্রন্থে 'অহে' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২খ.২ পরিবর্জন—প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর কর্তৃক আদর্শ পুথির পাঠ বর্জিত হয়। পাঠ পরিবর্জনের ফলে আদর্শ পুথির বিশ্বস্ততা হারিয়ে অনুলিখিত পুথি বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

২খ. ২.০ লিপিকরের অসাবধানতায় বর্ণ, শব্দ, চরণ, স্তবক পৃষ্ঠা পরিবর্জিত হয়ে পাঠ-বিকৃতি ঘটায়। যেমন—

১. নানা বাদ্য বাজে পুরির **ভির**[৪৭]

মূল পাঠে 'ভিতর'-এর 'ত' বর্ণ বর্জিত হওয়ায় পাঠ দাঁড়িয়েছে 'ভির'।

২. ভরথ সত্রুগণ লইল রথের উপর
দসঃ রথ রাজা চলে **মিথা** নগর[৪৮]

মিথিলা শব্দের মধ্যস্থিত 'থি' বর্জিত হয়ে অন্ত্যের 'লা' স্থলে 'থা' বসানোর ফল পাঠ-বিকৃতি ঘটেছে।

৩. বিস্বামিত্রে বোলে সুন দসঃ রাজাঃ।
তোমার ভার্গ্যের কী কহিব কথা॥[৪৯]

—এখানে দশরথের 'রথ' অংশটুকু বর্জিত হয়েছে।

২খ.২.১ একই শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি যোগে চরণ শুরু বা শেষ হলে যে কোন একটি বিচ্যুত হয়ে পাঠ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন—

মুনিসঙ্গে রামকৃষ্ণ করিল গমন।
বরই আনন্দে গেল মুনির ভোবন॥
রামকৃষ্ণ গেলে জদি রকুরের ভোবন।
সিরে করি আনে মুনি রত্ন সিঙ্গাসন॥[৫০]

উদ্ধৃতাংশে দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দ ভোবন-এর প্রভাবে তৃতীয় চরণের শেষ শব্দ সরন-এর পরিবর্তে পুনরায় ভোবন লিখিত হয়েছে। মূল-পাঠ সরণ বর্জিত হয়ে পাঠ-বিকৃতি ঘটেছে।

২খ.২.২ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে লিপিকর আদর্শ পুথির পাঠ বর্জন করেন। আলস্য, ফাঁকি দে'য়ার প্রবণতা বা আদর্শ পাঠ সমীচীন নয় বিবেচনায় লিপিকর আদর্শ পুথির পাঠ পরিবর্জন করেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক মাত্রই এ-বিভ্রান্তির শিকার হন। যেমন—

১. তিরি হইআ রাজ্য করে রাজ্যে আধিকারি
পুরুসেরে দিআ রাজ্য লই জাইমু চুল দরি
কহ এ করে হরি কমর্ষ্য কহ এ সিজা এ দানা
এইবার বুজিমু পর্ঞ্জন তোমার মরঙ্গনা
হেন কালে এক বিরদু কহে আলি স্তনে
মোর বার্ক্য লইয় বাবু রন পারাজ্জএ।[৫১]

২.　স্ত্রিরি হই রাজ্জ করে হই অধিকারি
পুরুষেরে রাজ্জ দিআ লই জাইমু ধরি
কথেক রাজার বিটা কুঅতের বাখানি
গোলাম করিআ রাখে বিবি দরহানি

কেহ করি হারি কর্ম্ম কহ সাঁজাএদানা
এইবার বুজিমু বির তোমার মর্দ্দনা
হেনকালে এক বৃদ্ধ কহে আলির স্তানএ
মোর কথা ধরিলে বাবু রণ পারাজএ[৫২]

২খ.৩ সংযোজন—প্রতিলিপিতে আদর্শ পুথি বহির্ভূত পাঠ সংযোজন করে লিপিকর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। নতুন পাঠ সংযোজনের ফলে রচয়িতার স্বহস্ত লিপি থেকে বিভিন্ন লিপিকরের হাত দিয়ে লিপি-পরম্পরায় মূল-পাঠ অস্বাভাবিক বিকৃতি লাভ করে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে সংযোজনজাত লিপিকর-প্রমাদকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

২খ.৩.০ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বর্ণ, শব্দ, চরণের প্রভাবে দ্বিত্ব লিখনে সংযোজনজাত লিপিকর প্রমাদ সংঘঠিত হয়।

১. বর্ণ—নারায়ন পদে পদ্য সুরিয়া হৃদয়।
গুনরাজ খা খানে কহে গোবিন্দ বিজয়॥[৫৩]

গুনরাজ খা লিখার পর 'নে'র পরিবর্তে 'খানে' লিখিত হয়েছে।

২ক. শব্দ—পুরান সুনিল জদি পণ্ডিতের মুখে
স্তুতি এ রচিত আক্সি পরম কতুকে তুকে[৫৪]

কতুকে-র প্রভাবে অসাবধানতাবশতঃ পুনরায় 'তুকে' লিখিত হয়েছে।

খ.　তোমার পিতায় মজাইল আমার লঙ্কার ভুবন।
বোল দেখী দেখী তোমারা লইবা এখন কাহার সুরণ॥[৫৫]

'দেখী' দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. দুই সিষু বোলেন পিতা করি নিবেদন।
আমার ঘরে আনি আছে লঙ্কার রাবন॥
দুই সিষু বোলে পিতা করি নিবেদন।
মিত্যু হইয়া পাই জেন রামের যুগল চরন॥[৫৬]

প্রথম চরণের প্রভাবে তৃতীয় চরণে একই পাঠ সংযোজিত হয়েছে।

২ খ.৩. ১ প্রতিলিপিতে পরিবর্জিত পাঠ সংযোজন, অতিরিক্ত পাঠ বর্জন ও টীকা সংযোজনের অভীপ্সায় লিপিকর পৃষ্ঠার উপরে, নীচে, পাশে দুই চরণের মধ্যবর্তী স্থানে সংশোধিত পাঠ লিপিবদ্ধ করেন। পাণ্ডুলিপিতে সংশোধিত পাঠ নির্দিষ্ট নিয়মে সংযোজিত হয়। যেমন পৃষ্ঠার বাম দিকের নির্দিষ্ট চরণের শুদ্ধ পাঠ সে চরণের বাম পাশে, ডান দিকের পাঠ চরণের ডান পাশে, উপরের চরণের পাঠ উপরে, নীচের চরণের পাঠ পৃষ্ঠার নীচে, পৃষ্ঠার মধ্যস্থিত বর্জিত অংশ ছোট হলে নির্দিষ্ট চরণের নির্দিষ্ট স্থানের উপরে এবং বর্জিত অংশ অপেক্ষাকৃত বড় হলে চরণের নম্বর দিয়ে পৃষ্ঠার যে কোন স্থানে বসানো হয়। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে পাঠ শুদ্ধিকরণে উপরোক্ত রীতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে পশ্চাৎ যোজনার বেলায় লিপিকর সংযোজিত অংশটি কোন্ স্থানে বসবে সে-সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত রাখতে ব্যর্থ হন। এতে করে পরবর্তী লিপিকর বিভ্রান্তির সম্মুখীন হন এবং ফলে সংযোজিত অংশটি নির্দিষ্ট স্থানে না বসে অন্যত্র সন্নিবেশিত হয়। এ ভাবে পাঠ সংশোধনের আবাহনে লিপিকর বিকৃত-পাঠের সৃষ্টি করেন। উদাহরণস্বরূপ :

রেক
"নানান প্রকাহে পাত্রের নন্দন।
সিদান্ত না দিলে কিছু সুদিব বচন॥[৫৭]

প্রদত্ত উদাহরণে প্রকাহে শব্দের উপরে পশ্চাৎ যোজিত পাঠ 'রেক' পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত পাঠ হচ্ছে 'প্রকারে কহে'। প্রতিলিপিতে লিপিকর উক্ত পাঠটি সঠিক ভাবে বিশ্লেষ করতে না পারলে পাঠ–বিকৃতি ঘটবে।

২খ. ৩.২. পত্রাঙ্কবিহীন পাণ্ডুলিপির পত্র বিন্যাসে পরবর্তী পৃষ্ঠার প্রথম শব্দ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার নীচে সংযোজন করার রীতি গ্রহণ করা হতো। পত্রাঙ্ক নির্দেশসূচক মূল-পাঠ বহির্ভূত শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এভাবে পাণ্ডুলিপিতে বিকৃত পাঠ অনুপ্রবেশ করে।

যেমন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ নম্বর ১৫ গ্রন্থের ১৭খ পত্রে তাএক, ১৮ক পত্রে তানএক, ৩২খ কাপুর, ৩৩ক করফুল, ৩৪খ ওতি ভঙ্গ, ৩৫ক ওতি ভয়ঙ্কর, ৪২খ বির্ধনার, ৪৩ক বিদর্ত্তার। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পাঠ গ্রন্থ-বহির্ভূত কিন্তু লিপিকরদের অসাবধানতায় কখনো শব্দটি বিকৃত ভাবে কখনো দ্বিত্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে মূল-পাঠে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

২. লিপিকর পৃষ্ঠা সমাপ্তির পর পরবর্তী পৃষ্ঠা শুরু করতে গিয়ে অসাবধানতাবশতঃ বর্ণ বা শব্দ পুনর্ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে পাঠ-বিকৃতি ঘটে। যেমন—

বুকেতে হইল ঘাও মুকুনাতে ডুবে নাও
চারি দিগে ম মতি হৈল ঘোর।[৫৮]

৪ক পত্রে 'চারি দিগে ম' লিখার পর লিপিকর ৪খ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন 'মতি হৈল ঘোর'। ম বর্ণের সংযোজনের ফলে উল্লিখিত স্থানে পাঠ-বিকৃতি ঘটেছে।

২খ.৩.৩ লিপিকর অনুলিখনে মূল পাঠ বহির্ভূত বক্তব্য ও তথ্য পরিবেশন করে পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়ে থাকেন। যেমন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ নম্বর-১২০ গ্রন্থের লিপিকর 'রোসন মিয়াজি' রচয়িতা মুজাম্মিল। গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ৩-১৬ পত্র। ১২ ও ১৩ পত্রে পূর্ববর্তী পুথির লিপিকর মোহাম্মদ ছপি রচয়িতার ভনিতার মত নিজের নাম গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করেছেন—

"কহে মহাম্মদ ছপি সুন নরগন।
ও কারনে প্রভু মরে করিল স্রিজন॥"

কএ মহাম্মদ ছপি সুন গুনিগন।
মা বাপের দুক ছিও রাকে সর্ব্বজন॥[৫৯]

১২০ নং গ্রন্থের লিপিকর উক্ত অংশকে অপরিহার্য মনে করেছেন। খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিতে যেখানে রচয়িতার ভণিতা নেই অথচ পূর্ববর্তী লিপিকরের উদ্ধৃতি আছে সে-সব ক্ষেত্রে লিপিকরকে গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে ধরে নেয়া অসম্ভবের কিছু নয়। গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা ফয়জুল্লাহ। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর কবিন্দ্র দাস, স্যামদাস. ভীমদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। যেমন—

১. "কহে কবিন্দ্র দাসে সুন নরগন
সিধার সঙ্গিত বানি সুন বিবরন।"[৬০]

২. "সেন স্যামদাসে কহে প্রভুরে ডাকিয়া
কহে গোর্খে নাথে প্রভু স্থির কর হিয়া"[৬১]

আদর্শ লিপিতে এভাবে লিপিকরের ভণিতা অনুলিখিত প্রতিলিপির লিপিকরকে যেমন বিভ্রান্তির সম্মুখীন করে তেমনি সম্পাদককেও সমস্যায় পতিত হতে হয়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পঞ্চানন মণ্ডল লিপিকর ভীমদাসকে মূল রচয়িতা ধরে 'গোর্খ বিজয়' সম্পাদনা করেছেন।

৩.০ নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত না করে সামগ্রিক ভাবে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিতে যে ভুল সংঘটিত হয়েছে সে-সম্পর্কে প্রতি লিপিকরই অবহিত ছিলেন। জীবন-জীবিকার প্রশ্নে প্রতিনিয়ত বিচিত্র কর্মকাণ্ডে মানুষ ভুল করে থাকে। এ মানসিকতাকে পরিস্ফুট করার আবাহনে পুষ্পিকায় স্বকীয় প্রমাদগুলোকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে ধরে নেয়ার জন্যে লিপিকর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। যেমন—

১. "ভিমস্যামী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম"[৬২]
২. "ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম"[৬৩]
৩. "ভিমস্যাপি ভবেৎ মনির পীর মতিভ্রম"[৬৪]
৪. "ভিমস্যাপি ভবেৎ ভ্রম মুনিরপি"[৬৫]

৫. "ভিম হেন ক্ষেত্রি তাঁর রণে ভঙ্গ হয়
মুনির মনে ভ্রম হয় সাস্ত্রে হেন কয়"[৬৬]

৬. "ভিম হেন মহাবির রণে ভঙ্গ হএ :
মহা ২ মুনি গনে ভ্রমে কথা কএ।।"[৬৭]

৭. "ভিম হেন মহা জুদ্ধা ভংঙ্গ দিল রণে।
মুতিনাঙ্ক মতিভ্রম যুনছি পুরানে।'[৬৮]

৮. "ভিম য়াদি জুর্দ্ধ নানা রোনে হয় ভঙ্গ।
মুনিগনের ভ্রম হয় আমি কি পতঙ্গ"।[৬৯]

৯. "ভিম কর্ন্ন রণে ভঙ্গ
মুনিনাঙ্ক মতিভ্রম।"[৭০]

১০. "হস্তি টলতি পাদেন জিহ্বা টলতি পণ্ডিত"।[৭১]

১১. "হস্তি বিচলিত পাদান জিত্তা বচলিত পণ্ডিত"[৭২]

১২. "সাস্ত্র অধিকারি দেখ স্বরস্থতি মাতা।
তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা।।
মহাবলবান হস্তি মহাসয়।
তথাপি তাহার বিদ বিচলিত হয়।।"[৭৩]

মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র ভীম ও কর্ণের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টানাতে হয়েছে, দেব-দেবী, মুনি-ঋষিদেরও ভুল হয়. বৃহদাকার পশু হাতীর পদস্খলন হয়, পণ্ডিতদেরও কথার অন্যথা হয়;—পুষ্পিকায় লিপিকর উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহের আলোকে স্বকীয় ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে সহজ ও স্বাভাবিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৩. ১ প্রতিলিপির ভুল-ত্রুটির প্রসঙ্গে লিপিকরদের বিনয়, নম্র মনোভাবের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি পাঠকের কাছে লিপিকর নিজস্ব ভুল ও বিভ্রান্তির জন্যে প্রত্যাশা করেছেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির।

লিপিকরদের বিনীত মনোভঙ্গি তাদের কোমল এবং সহৃদয় মানসিকতার পরিচয়বহ।

১. "পাটক সতেকে বলি মীনতি করিয়া।
মাত্রা পদ হিন হৈলে দুস না লইবা॥
জত্ন করি লিখী আছি করি প্রাণপণ।
আমা দুস ক্ষেমিবা জে সুন সর্ব্বজন"॥[৭৪]

২. "মোন ভ্রম হই জদি অক্ষর পড়িয়া থাকেঃ।
দোস পাইলে অনুশোচ না করে পণ্ডিতেঃ" ॥[৭৫]

৩. "মহাজন সকলকে আমার শত কোট প্রনাম ইহার পঠনে সুদ্ধাসুদ্ধ জে হয় তাহা ক্ষেমা দিবেন"[৭৬]

৪. "এ বে কালিদাস দোস খেমিবা গুনিগন
য়পরাধ মাগি য়ামি সভার চরন॥
ইকার থাকার অক্ষর পরিয়া থাকএ
পণ্ডিত সকলে দোস খেমিবা নির্চএ"[৭৭]

৫. "পুস্তক পরহ সুনি হইআ একমন।
খাইট পাইলে সবে করিবা খেমন"[৭৮]

৩.২ শুধু বিনীত ভাবে ক্ষমা চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, লিপিকর প্রতিলিপির সার্বিক ভুল-ত্রুটিকে শোধরিয়ে নেয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাঠককে প্রতিলিপির ভুল-ভ্রান্তি শোধরানো ও সঠিক পাঠ উদ্ধার করার যে দায়িত্ব বিনীত ভাবে অর্পণ করা হয়েছে তাতে করে লিপিকরদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের প্রসঙ্গ এসেছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিভ্রান্তি সম্পর্কে প্রতি লিপিকরই নীরব। বিভ্রান্তিগুলোকে শুদ্ধ করে পাঠ করার ব্যাপারে পণ্ডিত পাঠকের কাছে লিপিকর উদার আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন —

১. "লেখিতে অক্ষর জদি ভ্রম হৈয়া থাকে
জে জন পণ্ডিত হয় সুধিবেক তাকে।"[৭৯]

২. "আদরসে করিয়া দৃষ্ট লিখিলাঙ পুথি
শোধন করিবে লিপি দোস থাকে জদি।"[৮০]

৩. "অতি দিন হিপন আমি করি নিবেদন
মোর প্রতি দয়া করি করিবে শোধন।"[৮১]

৪. "জদি সে য়সুদ্ধ হএ সুদ্ধ করি দিবা"[৮২]

৫. "সুদ্ধ অসুদ্ধ জদি থাকএ পুস্তকে
পণ্ডিত সকলে তারে সুদ্ধ করি থাকে।
খণ্ড বাক্যে পাইলে জে মন্দ ন বলিবা।
পণ্ডিত সকলে তারে সুদ্ধ করি দিবা।"[৮৩]

৬. "মিছকিন ছদর কাজি সকলকে কহি।
খামি খাতা পাইলে জান করি দিবা ছহি"[৮৪]

৭. "এই পুস্তকের দোস কেহ না লইবে।
অসুর্দ্ধ থাকিলে তাহা ষুর্দ্ধ করি দিবেন"[৮৫]

৩.৩ পাণ্ডুলিপিতে প্রতিলিপির অশুদ্ধ পাঠ সংশোধনের ব্যাপারে লিপিকরদের বিনম্র মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্ঠতা-বিরোধী মনোভাবেরও প্রকাশ ঘটেছে। পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি লিখনের কাজ ছিল নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য। লিপিকরগণ তাদের অশুদ্ধ পাঠ শুদ্ধিকরণের দায়-দায়িত্ব পাঠকদের উপর বর্তিয়েছেন অপরিহার্য বিবেচনায়। বিভ্রান্তিমূলক পাঠ শুদ্ধিকরণের পরিবর্তে পাঠক উপহাস বা সমালোচনা করলে তা হবে নিতান্ত মর্মন্তুদ। এ পর্যায়ে কোন কোন লিপিকর রুষ্ট মানসিকতার শিকার হয়ে সত্যাবধারণের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন—

১. "মতিভ্রম হৈয়া জদি য়ক্ষ্যর পড়িয়া থাকে
বিদ্বানের হাতে গেলে উদ্ধারিব তাকে॥
উদ্ধার না করি জেবা করে উপহাষ।
মেসের সৃঙ্গে জেন হিরার বিনাষ॥"[৮৬]

২. "হরফের ভুল চুক যদি পাও আর।
শুনিগনে চাহি তবে করি দিবা সার॥
সার না করি যদি গালি দেও মোরে।
পাইবা বহুল দুঃখ গোরের ভিতরে॥"[৮৭]

৩. "লিখিতে য়ক্ষর জদি হই থাকে য়ন্ত।
পাঠক্রমে উদ্ধারিয়া জেই মহাবন্ত॥
য়ক্ষরের দুস কিছু নাইক আমার।
পণ্ডিত জনাব পদে মর নমস্কার॥
না সুদ্ধি করি উপহার্স্য করে।
সাতবার জন্ম হএ গৃদিনির ঘরে"[৮৮]

৪.

তৎকালীন সময়ে পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরীর পরিপ্রেক্ষিতে লিপিকরদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শাস্ত্রিক বিশেষজ্ঞ, ধর্মীয় পুরোধা এবং সৃজনশীল সাহিত্যিকদের পাশাপাশি তাদের স্থান লাভের কথা। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে লিপিকরদের পরিচিতি, জাতীয় জীবনে তাদের অবদানের স্বীকৃতি আজ অস্পষ্ট ও অবদমিত। লিপিকরদের পরিচিতি ও পেশাগত কার্যক্রমের যাথার্থ্য নিরূপণের একমাত্র অবলম্বন স্বলিখিত প্রতিলিপি। পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে স্বকীয় পরিচিতি বিধৃত করার পেছনে লিপিকরদের সংকীর্ণতা ছিল। সৌখিন লিপিকর ছাড়া পেশাধারী লিপিকর মালিকের নির্দেশ মত অনুলিখনের কাজ করতে বাধ্য থাকতেন। হাতের তৈরী তুলট কাগজ বা গাছের ছাল ও পত্রের অপ্রতুলতার জন্যে স্ব পরিচিতি রূপায়িত করা লিপিকরদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠতো না। এ-সব সংকীর্ণতা সত্ত্বেও টুকরোভাবে অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে প্রতিলিপির পুষ্পিকায় লিপিকর মূল-গ্রন্থের বিষয়-বহির্ভূত স্বকীয় নাম, গ্রাম, পরগণা, লিপি লেখার সময় কাল, স্থান, কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের খণ্ড চিত্র রূপদান করেছেন। সময়ের স্রোতধারায় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির

পথ ধরছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, অন্তে খণ্ডিত প্রতিলিপিতে লিপিকরেরা তাদের উত্তরসূরিদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছেন।

৪.০ পাণ্ডুলিপিতে লিপিকরদের নিজস্ব সংযোজনে আত্ম-পরিচিতি অনন্য। ছাপাখানার অবর্তমানে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ধরে রাখার পেছনে তাদের অবদান যথেষ্ট। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরিচিতি পাওয়া দুষ্কর। এ পর্যায়ে পুষ্পিকায় আত্ম-পরিচিতির মধ্য দিয়ে লিপিকর সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে নিজদেরকে বেঁধে রেখেছেন। পুষ্পিকায় লিপিকরদের পরিচিতি বিচিত্রভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—

১.　"লেখে হিন হেছামদ্দি পুস্তক ···।
　আমার নিবাস জান নিশ্চিন্তপুর ঠাম॥
　ফতে মাহাম্মদ খোন্দকার তাহান নন্দন।
　ভোলাদরজি ভ্রাতিসুত জান সর্ব্বজন॥"৬৯

২.　"মিছকিন ছদর কাজি শফির নন্দন।
　তান পদে করি আমি লক্ষ নিবেদন।
　পুনি শুন দাদা মোর মোহম্মদ শুকর।"৭০

৩.　হীন জ্ঞান আমি ছুন্নু মিয়া নাম।
　বসতি জান আমার চরদ্বীপ গ্রাম।
　পিতা মোর জান মিয়া শরফউদ্দিন নাম।
　তান বীর্যে জন্ম আমার শুনহ উপাম॥"৭১

৪.　"হীনক্ষর উমদালি তাহাকে লেখিল॥
　ভেলন হরি নাম মোর জগতে প্রচার।
　মোহাম্মদ রাজার দৈত স্বারপ কুমার॥
　কুলসিন মহাদাতা সভাতু অধিক।"৭২

৫.　"লেখে দীন আব্দিক্কর রহমানে মনে ভাবি সার।
　হাওলা পেরমে জান কধুরখীল মাঝার॥

আবদুল্লার পুত্র আমি সর্ব্বা হন্তে হীন।
হাওলা গেরাম জান উদ্দেশিয়া ছিল।।
মাতা পিতা পীর মুরসিদ জান এই চাইর।
আর বহু আছে জান ওস্তাদ যে সার।।
হীন বুদ্ধি আজিজর রহমান মোর নাম।
ওস্তাদ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণাম।।"[৭৩]

৬. "আর এক নিবেদন শুন গুণীগণ।
লিপি করিলাম নাম থাকিতে কারণ।।
মনবাঞ্ছা অধীনের এইমত ছিল।
দীন মারফত এই প্রচার করিল।।
নতু কেহ নাম মোর করিলে বিচার।
উপরের পঞ্চপদে পাইবেক সার।।"[৭৪]

৪.১ পাণ্ডুলিপিতে অল্প-শিক্ষিত বালক-বৃদ্ধ—মহিলা ও পরিণত বয়স্ক লিপিকরের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি স্বকীয় প্রতিভায় ভাস্বর কবিত্বগুণ-মণ্ডিত লিপিকরের সাক্ষাৎও মেলে। মূল-গ্রন্থ রচয়িতার পাশাপাশি লিপিকরদের স্ব—প্রতিভায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে লিপিকরদের নিজস্ব সংযোজনে তাদের কবি-প্রতিভার যে স্ফূরণ ঘটেছে, তাতে করে নিঃসন্দেহে বলা যায় মৌলিক রচনায় তারা আত্মনিয়োগ করতে পারতেন। এ-প্রসঙ্গে লিপিকর রহিমুন্নেছার আত্ম-পরিচিতির উল্লেখ করা যেতে পারে:

"ষুন এবে নিবেদন করি অনুপাম
হেরিআ লেখিলুম পৌস্তক মনুরম
জদি সে য়ক্ষর ভুল হৈলে কদাচন
তাকে সুদজ্জিতে মুই করি নিবেদন
গুনিনের চরণেতে করি পরিহার
অপরাধ ক্ষেমিবারে আরতি আমার
মুই অতি খিন মতি দুক্ষিত তাপিত
বংশ গ্রাম কহি কিছু ষুনহ নিশ্চিত

ছিরিমতি খুদ্র অতি রহিমন্যিচা নাম
ষুলুক বহর নামে গ্রাম অনুপাম
পীতা য়তি সুর্দ্ধমতি আবদুল কাদের
ছপি খানদানে তাই আছিল সুধর
অচঞ্চলা ধির স্থির তাহান চরিত
জ্ঞান অতি ষুর্দ্ধমতি তপে আওলিত
পির হৈআ সির্স্থ সব করিল বহুল
কত কত সির্স্থ হৈল পীর সমতুল
কত লোক সির্স্থ আনি খেলাপেত দিআ
আপনাকে আপন দিল চিনাইআ
তর্ত্ব কথা পাই সির্স্থ ষুধির হইয়া
সে কারণে গ্রামে গ্রামে সির্স্থ করে গিআ
তান পিতা গুণ ষুতা বুদ্ধি আওলিত
জংলি সাহা করি নাম প্রভু ভাবে চিত
চারি খান্দানের মাজে খলিফা হইআ
পীর হই রহে চটগ্রামেতে আসিআ
সেক কোরসের বংসে জনম হইআ
বহু সির্স্থ করিলেক এথাতে রহিআ
তাহান মুরব্বিগণ দুক্ষিত হইআ
মক্কা দেস হন্তে এথা রহিল আসিআ
ষুকে জদি কথ দিন কাটিলেক কাল
দান ধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম করিল বিসাল
জমন্তে বলবন্ত কারে না দেখিআ
স্বোর্গ পুরে জাই দেহ রহিলেক গিআ
মুই হত অভাগিনি দেখ বোদ লোক
বুদ্ধিস্থিত না হইতে পিতা পর লোক
অবোদ কালেতে মোর পিতা সর্গ গতি
পীতা সোক ভাবিতে চিন্তিতে তনু ক্ষাতি
তে কারণে সাস্ত্র পাট সিখিতে নারিলুম
হেনে খেলে অভাগিনি কাল গৌআইলুম

মোর তিন ভ্রাতা আর মাত্রি গুণবতি
জত কিঞ্চিত সাস্ত্র পাট সিখাইল নিতি
মোর জেষ্ট ভ্রাতা দুই নাম ষুন তার
আবদুল জব্বার আবদুল ছত্তার
মোহর কনিষ্ট ভ্রাতা এই নাম তান
আবদুল গফার করি অবোদ অজ্ঞান
কুট বুদ্ধি হিন্য তিনির মাতার নাম
আলিমন্যি চাকরি গুণে অনুপাম
তাহান স্নেহ এ অধিনি অবব নাএ
সাস্ত্র পাট সিখিলুঃ ইস্বর কৃপাএ
কিন্তু মনান্তরে মোর এই সে সোচন
অবোদ কালেতে মোর পীতার নিধন
অনুদিন হৃদান্তরে এই সে ভাবন
কদাচিত না সেবিলুম পীতার চরণ
গুরূর চরণ স্বরি বিরচিলুম পদ
আসির্বাদ কর গুনি তরিতে আপদ
হিনখীন অল্পজ্ঞান মুই কলঙ্কিনি
সতির্ত্ব থাকিতে আসির্ব্বাদ কর গুনি
সোভান চরণে হিনি মাগি পরিহার
অষুর্দ্ধ হইলে পদ ষুদিঅ য়ামার
স্থিরি জাতি হিন মতি নাই সুবেবার
নবির চরণ বিনে নাহিক নিস্তার।[৯৫]

রচয়িতার ভণিতার মত লিপিকরও কাহিনীর সাযুজ্য রক্ষা করে স্ব-ভণিতা প্রতিলিপিতে জুড়ে দিয়েছেন। লিপিকরের এ কার্যক্রম লিপি-প্রমাদ ঘটায়, তবে এর মধ্য থেকে লিপিকরের কবি-প্রতিভা মূর্ত হয়ে ওঠে। রচয়িতার ভণিতা—

মোহা য়াকবরে কহে পঞ্চালী পত্রয়ার।
ষুনিআ রসিক মনে য়ানন্দ য়পার॥[৯৬]

লিপিকরের সংযোজন—

ডাকাঁ ঘন্টা জোর কারা তবল নিসান।
খঞ্জরি সরমুর্ল্ল বাজে ঘন পরে সান॥
হিন ছপদর আলি কহে যুন গুনিগন।
নানা সব্দে বাদ্য বাজে বিবার সাজন॥[৯৭]

৪.২ আর্থিক টানাপোড়েনের সম্মুখীন হয়ে অধিকাংশ লিপিকর এ পেশায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জমি-জমা, ব্যবসা, চাকুরী অর্থাৎ জীবন-ধারণের জন্যে তাদের নির্দিষ্ট কোন জীবিকা ছিলোনা। আবার কারো কারো পক্ষে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হতো না। পুষ্পিকায় আত্ম-জীবনের টুকরো ছবির মাঝে লিপি-করদের আর্থিক দীনতার চিত্র অন্যতম। এরই সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের শোক-দুঃখ, পারিবারিক জীবনের হতাশা-ব্যঞ্জনার চিত্র রূপায়ণে লিপিকরদের জীবনের বিশিষ্ট দিক প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যেমন—

১. বালক সময় পীতা গেলেন মরিয়া।
য়ামাকে পালিল মাত্র কাটনি কাটিয়া।[৯৮]

২. সোনাছরি পূর্ব্বকূলে ভাঙ্গা এক ঘর।
সাকির মাহাম্মদ হিনে লেখিল অক্ষর।[৯৯]

৩ জদি সে য়ুদ্ধ সুদ্ধ করি দিবা
গরিব দেখিয়া দোস সম্মুখে খেমিবা।[১০০]

৪. সাক্ষর মিদং শ্রী সোনাতন দাস সাকিম জগন্নাথপুর এখন জথাতথা সকিমের নিয়ম নাই।[১০১]

৫. সাক্ষর শ্রী গঙ্গারাম রাউত
রাউত বংসেত জন্ম অতি জ্ঞানহিন
জাতি সুকাকুলি হয়া কেবল উদাসিন[১০২]

৬. সিসুকালে পীতাজি মোর পাইল পরালোক।
কথকাল মোআইলুম পাই অতি সোক[১০৩]

৭. কপালে লেখীচে বিদি মাগিয়া খাইতে
দেস ত্যাগি লুক আগে দ্বারেত জাইতে
জদি পাএ মাগি খাএ ন পাএ খুদা এ
দৈব পাকে সহিআচে বন্দিত সদা এ
আয়ু হৈল একাবিংস বর্চর আমার
রার্য্য ভঙ্গে বেচা গিয়া হৈয়া ছারখার
জ্ঞাতি গোত্র ইষ্ট মীত্র মাও বাপ ভাই
নারি পুত্র কন্যা আদি সকল হরাই
ভির্ন্য জনে দেখী মনে ঘির্ন্না এ আমারে
জে কিচো পাইতে দুর্খ দিচে করতারে[১০৪]

৪.৩ ব্যক্তি-জীবনের বেদনা-সন্তাপের পাশাপাশি সমকালীন সমাজ, সামাজিক ব্যবস্থা, দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্য, শাসক ও বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় টুকরো টুকরো ভাবে লিপিকরের নিজস্ব সংযোজনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লিপিকরদের এ-প্রয়াসের ফলে সমকালীন সমাজ-জীবনের একটা সামগ্রিক রূপরেখা প্রতিভাত হয়নি, তবে খণ্ডিত হলেও তৎকালীন সামাজিক জীবনের অনুরণিত স্বরূপ কোন-না-কোন ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। যেমন:

১. এ বৎস্বর ইংরেজ রাজাদের সহিত ও কালা সিপাহিদের সহিত ঢাকা ও শ্রীহট্ট ও পশ্চীম দেশে বহুতর যুদ্ধ হইতেছে ও তাহাতে অতি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ ফি টাকাতে ধান ৷৷৫ সের ও চাউল ৷৪ সের ভাবে বিক্রি হয় স্বরণ থাকিবার জন্য এ সমাপ্ত লিখিলাম।[১০৫]

২. সন ১১৭৬ সাল মহামণ্বন্তর হইল অনাবৃষ্টি হইল স্বস্তি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও জলাভূমি হইল টাকায় বার সের চালু সড়ে ছয় পন চালু সের হইল তৈল আড়াই সের লবণ এক সের কলাই এগার সের তরিতরকারি নাস্তি শাক নাস্তি কিছু মাত্রেক নাস্তি এই কথা শত বছরের মনিষ্যি বলেন আমরা কখনও শুনি নাই।[১০৬]

৩. ইঙ্গরেজের লাড়াই চাট্টগ্রামে ও শ্রীহট্টে ও আসাম হইতেছে ধান্য নউ পাসিরি চাউল পাচ পাম্বিরি আমলে জজ সাহেবের শ্রীযুত

ডাস সাহেব আপিলের বড় সাহেব শ্রীযুত মাট্রব সাহেব দুইম জজ শ্রীযুত ইটুর সাহেব ইম জজ শ্রীযুত মিটফেরি সাহেব সঅক্ষর শ্রী সিবচন্দ্র সেন।[১০৭]

৪. সন ১২৫৪ সাল সহ অক্ষর শ্রী সণ্ঠীরাম সাহা সাকীন ভারাঙ্গা পরগণে সীন্দুরী জেলা রাজসহি মোতাবেক পাবনা থানা মথুরা জমিদার শ্রীযুত চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী।[১০৮]

৫. আসলে শ্রী যুত মেস্তর অরাস্তর সাহেব কিনউর শ্রীযুত মেস্তর অয়ানত্রর সাহেব। ১১৮৪ মাঘি সন ১২২৯ বাঙ্গালা।[১০৯]

৪.৪ প্রতিলিপির লিখন কাজে লিপিকরের ঐকান্তিক নিষ্ঠার ছাপ প্রোজ্জ্বল। আথিক অস্বচ্ছলতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অস্থিরতায় লিপিকর যেমন মানসিক ভাবে অবক্ষয়িত, শারীরিক দীনতায়ও তেমনি বেদনার্হ। অপ্রয়োজনে সত্ত্বেও, আত্ম-জিজ্ঞাসার মুখোমুখী হয়ে প্রতিলিপি লিখন কাজে শারীরিক বিভিন্ন অক্ষমতার কথা লিপিকর নিঃসংকোচে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন—

১. ভগ্নপীষ্ট কৌটিৎ গৃর্ভ তব্দ দিষ্টি য়ধোমুখ দুক্ষ্োন লিখিতে সাগ্র পুত্রবৎ পরিপাল্যতে।[১১০]

২. ভগ্ন পিষ্ট কটিগৃবস্তব দিষ্ট রধোমুর্খঃ জত্নেন লিখীতং গ্রহতং পুত্রবত পরিপএত্রত।[১১১]

৩. ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত।[১১২]

৪. দৈবে হীন অতি ক্ষীন বৃধ জরাজীর্ণ।
আখি মোর লাগে ঘোর বৃধ মতিচ্ছন্ন।[১১৩]

৫. বহু কষ্টে বাত রোগে পাতি হইয়া লিখিলাম।[১১৪]

৬. আঙ্গুল হাড়া হৈয়া তিন মাস দুঃখ পাইনু॥[১১৫]

৫

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো গ্রন্থাকারে সম্পাদনা, লিপির ক্রম-বিবর্তন ধারা পর্যালোচনা ও ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রতিলিপি লিখনের সময় ও স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদককে মূল গ্রন্থের প্রাপ্ত প্রতিটি প্রতিলিপির পাঠ পর্যালোচনা এবং জাতিগত সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে মূল-পাঠ উদ্ধারে ব্রতী হতে হয়। বিচিত্র প্রতিলিপির মধ্যে রচয়িতার স্বহস্ত লিপি বা তার পরবর্তী লিপি সম্পাদকের কাছে অধিকতর বিশ্বস্ত। বিশ্বস্ত আদর্শলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে লিপিকর কর্তৃক সন তারিখ সম্বলিত প্রতিলিপিসমূহকে সহজেই বিন্যস্ত করা সম্ভব। সন তারিখের ভিত্তিতে পাণ্ডুলিপির প্রাচীনত্ব এবং অর্বাচীনত্ব নির্ণয় করা হয়। এবং এভাবে পূর্বে লিখিত প্রতিলিপি লিপি-প্রমাদ থেকে অনেকটা বিমুক্ত বলে সম্পাদকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠ সমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিলিপিতে উল্লেখিত সন-তারিখের মূল্য তাই অপরিসীম। এ ছাড়া সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট বর্ণ বিবর্তিত হয়ে লিপিগত দিক দিয়ে কিরূপ পরিগ্রহ করেছে এবং ভাষাগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা, তা প্রতিলিপিতে উল্লিখিত সময়কালের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তারিখবিহীন পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুমানকেই একমাত্র অবলম্বন করতে হয়।

৫.০ প্রতিলিপির লিখন-স্থল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহের বংশপীঠিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। স্থান ভেদে লিপিকরের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সংযোজনের ফলে মূল-পাঠে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। পুষ্পিকায় লিপিস্থল উল্লেখ থাকায় পাণ্ডুলিপির বংশপীঠিকা তৈরী যেমন সহজ তেমনি উল্লিখিত স্থানের পুরোনো নাম ও সে-স্থানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করে। লিপিকাল এবং লিপি-স্থল প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পঠন-পাঠন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

১. হিন ঐক্ষর শ্রী মাহাম্মদ মুনাপ পীং লাল মাহাম্মদ নবিরে আবদুস মহতি চৌধুরী মৌজে ইশ্বর খাইন সাং ধলঘাট পরগণে চক্র-শালা॥ ইতি সন ১১৬৮ মাঘি তারিখ ১৫ জৈষ্ঠ রোজ মঙ্গলবার[১১৬]

২. অক্ষরের মিতং শ্রী তিতল সারাঙ্গ হিন কমতরিক সাং ইছিলা-মাবাদ জীলে চাটিগ্রাম মোং—নিজামপুর[১১৭]

৩. লিখিতং শ্রী হরেকৃষ্ণ দাস বৈরাগী সাকীন ভাগবাড়িয়া পরগণে কাঠারমাহা থানা-সাহাজাতপুর জিলা—পাবনা—সন ১২৭০ তারিখ ১৩ অগ্রহায়ন শনীবার[১১৮]

৪. সন ১২০৫ তোরিখ ৯ আসাড় বুধবার সত্তমী তিথী··· সহক্ষর লক্ষ্মীকান্ত চন্দ সাং সসা মোকাম গোপালনগর"[১১৯]

৫. লিখিতং শ্রী আচমত আলী পীং ওলি সাং নথিরে শ্রীযুত নেআজ চৌধুরী বেরাদর শ্রীযুত কাদি ছত্তার সাতকানিয়া জিলে চাটীগ্রাম চাকলে বাসখালি সাকীনে ইলসাহা সনে ১২০৪ মং তাং মাহে ৪ বৈসাখ।[১২০]

৫.১

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে লিপিকাল সংযোজনের প্রচলন এবং প্রবণতা মূল-গ্রন্থের রচয়িতার রচনাকাল নির্দেশের রীতি থেকে উদ্ভূত। রচয়িতার মূল-গ্রন্থের রচনাকাল-নির্দেশক সন-তারিখ সংখ্যা এবং হেঁয়ালীমূলক শ্লোক—এ দুটো পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ হতো।[১২১]

পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় লিপিকরদেরও এ দুটো পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। হেঁয়ালীমূলক শ্লোকের মাধ্যমে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাঙ্কেতিক শব্দের যথার্থ ব্যবহারে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিপিকর গ্রন্থ অনুলিখনের সময়কাল উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে লিপিকরদের কবিত্ব-শক্তি ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হেঁয়ালীতে সময়কাল নির্দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্কস্য বামাগতি এবং দক্ষিণাগতি পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। যেমন :

১. শাকে নেত্রাগ্নি সিন্ধু চন্দ্রে সৌরাষাঢ়স্য চর্তুর্থ্র দিবসে চন্দ্র বাসরে সিতপক্ষে দ্বাদস্যান্তিথৌ নারায়ণ গঞ্জান্তরে চট্টগ্রামস্থ শ্রীধরণীধর দাসস্য পঠীথং।[১২২]

২. রুদ্র পিঠে সমুদ্র পিঠে বান
সনের গননা এই বুঝ সাবধান।[১২৩]

৩. রুদ্র গ্রহ গ্রহ সন মঘী যেই বটে
দেব গ্রাম বসতি মা কালিকার নিকটে[১২৪]

৪. পুস্তক সমাপ্ত সর্ক্ষ সন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমানি।[১২৫]

৫. মগদের সন সর্ক্ষ বুঝহ নির্গত্র।
রিতু জোগ অত্র এক বসন্ত সমত্র[১২৬]

৬. পুস্তক লিখন সন কহি তার বিবরণ
সকাব্দ সহিতে মঘি গত।
মঘি পরিমাণ ছহি। সহস্রেক চৌরন্নই
সকাব্দা চোরপন্ন সোলসত[১২৭]

৭. সখো মঘি হঙ্কর জে কুরুপুত্র জান
নেত্র সেসে দ্রোর্প শুভা পতি হয় মান॥
ফাল্গুনের রোস দিস তারিখ জে গণি
এই মতে হিসাব জে লও পরিমানি॥[১২৮]

৮. কৃষ্ণপক্ষ আষাড়ের পঞ্চদশ দিনে
শুভ দিন সপ্তমী অমৃত জোগ ক্ষণে॥
পদবন্দে গোপী নাথ দাস বিরচয়।
চন্দ্র সিন্দু সড়ভূজ সকের সময়[১২৯]

চন্দ্র জোগ বিন্দু নেত্র ক্রমে অঙ্ক দিয়া।
মগদ সনের অঙ্কে চায় বিচারিয়া॥[১৩০]

চন্দ্র বসু বেদ চন্দ্র ক্রমাগত দিয়ে।
ম্লেচ্ছ সনের অঙ্ক পাইবে গণিয়ে॥[১৩১]

চন্দ্র জোম বেদ সিন্ধু অঙ্ক নিরূপণ।
ভাবিয়ে বাঙ্গালা সন করিবে সোধন॥[১৩২]

৫.২ সময় ও স্থান-সূচক লিপিকরের মূল্যবান সংযোজনে বিস্তৃত ও বিচিত্র তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সময় প্রসঙ্গে এসেছে ক্ষপ, লগ্ন, দণ্ড, প্রহর, তিথি, বেলা, বার, পক্ষ, তারিখ, মাস ও সন। সন-তারিখের সাথে সাথে লিপিকর অনুলিখনের স্থানকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক দিক দিয়ে যেমন লিপিকরের পরিচিতি-জাত স্থানের উল্লেখ আছে, অন্য দিকে কি ভাবে কোথায় বসে অনুলিখনের কাজ সমাপ্ত করা হলো তারও বর্ণনা এসেছে। পুস্তক লেখার স্থান সম্পর্কীয় এ-সব খুঁটি-নাটি দিক পরিস্ফুটনে সমকালীন জীবন-জীবিকা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট দৃপ্ত হয়ে উঠেছে।

৫.২.০ পেশাধারী লিপিকর পাণ্ডুলিপির অনুলিখনের কাজ গৃহে বসে সম্পন্ন করতেন। এ পর্যায়ে লিপিকর কোন ঘরে বসে কিভাবে গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন তা বিধৃত হয়েছে। যেমন :

১. সন ১২৬৫ বাঙ্গলা তারিখ ১২ কাত্তিক রোজ বুধবার দিবাদের প্রহরের কালিন নিজালয়ের পশ্চিমের ঘরের হাতিনার চকির উপরে বসিয়া পুস্তক লিখা সমাপ্ত করিলাম।[১৩৩]

২. সন ১২৫৪ সাল ২১ মাঘ রোজ বুধবার বেলা ১ প্রহর উদন নিজ বাড়িতে বসিয়া পুস্তক সমাপ্ত হইল[১৩৪]

৩. ১২৩১ সন বাঙ্গলা তেরিখ ৩০ জৈষ্ঠ দিবসে তিথি পুন্নিমা জৈষ্ঠ দিবসে পুস্তক সাঙ্গ করা গেল রোজ ষুক্রবার আড়াই প্রহরের সময় উত্তরের ভিটাএর বড় ঘরের দরজাএ বসিয়া সমাপন করিলাম।[১৩৫]

৪. —১২৬৩ সন তারিখে ৭ কাত্তিক। রোজ বুধবার বেলা ১॥ প্রহর থাকিতে বাহের বাড়ির পূর্ব্বেরে চৌচায় বসীআ সমাপ্ত করা গেল[১৩৬]

৫.২.১ পুস্তক মালিকের জন্যে লিপিকর কখনো মালিকের বাড়ীতে, কখনো অন্য কারো বাড়ীতে বসে অনুলিখনের কাজ করতেন। যেমন :

১. বেলা ত্রিতিয় প্রহর সময় লিখন সমাপ্ত হৈল মদন মোহন ঘোসের বঙ্গলাতে।[১৩৭]

২. সন ১২০৭ সাল তারিখ ২১ চৈত্র রোজ শুক্রবার তিথি চর্তুদসি বেলা এক প্রহোরে সময়ে গদারাম ঘোষালে চাউনি তলায় বসিআ-সাঙ্গ হইল।[১৩৮]

৩. শ্রীযুত মোহন লাল হরকরার বৈইটক খানার পশ্চীম দ্বারি বসিএ বেলা চারি দণ্ডের ওক্তে সেস হইল[১৩৯]

৪. সন ১২৪৫ সাল তারিখ ১৩ চৌত্রী রোজ সোমবার তিথি একাদসি বেলা আন্দাজি ৫ পাচ দণ্ড সময়ে এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। শ্রী দিননাথ রায়ের বাহির বাটির পূর্ব্বদ্বায়ারি ঘরের পিরায় বসিয়া লিখি।[১৪০]

৫. সন ১২৪১ সাল তারিখ ৪ পোউষ॥ রোজ বিষ্পতিবার। রাত্রি তিথি ত্রিতিয়া। শ্রী বিনদ পালের বাটীতে পুস্তক সমাপ্ত করিলাম।[১৪১]

৬. এই পুস্তক শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দ কুমারি ঠাকুরানি তস্য পিতা শ্রী যুৎ গোপাল চন্দ্র বাবুজী মহাসয়ের বাটিতে বসিয়া লেখা গেল।[১৪২]

৫.২.২ সমাজের উচ্চ-স্থানে লিপিকরদের প্রবেশ ছিল না। অবহেলিত অবস্থায় পারিশ্রমিকের জন্যে লিখন কাজের প্রতিকূল স্থান ও পরিস্থিতিতে লিপিকরদের অনুলিখনের কাজ করার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন :

১. লিখিতং শ্রী রাইচরন নিওগী সাং বেল্যাগড় সন) ১২২৮ সাল তারিখ ২৪ বৈশাখ শনিবার শুক্লপক্ষের চোথুথি বেল্যাআন্দাজী ছয় দণ্ডর ওক্তে সাং গোপীনাথপুরে গোকুল পরাজীর ওয়ান ঘরে উত্তর মোখে মাচাতে বসিয়া ওয়ালিঘরখানি উত্তর দুয়ারি ও পূর্ব্ব দুয়ারি"[১৪৩]

২. জাঙ্গির নগর বাজার খাজে দেআন রাজা ইনৎ সিঙ্গের দেউড়ি শ্রী সঙ্কর পসারি দোকানে বসীয়া রোজ সমবার রাত্রি এক

প্রহর গতে সাঙ্গ ইতি সন ১২০২ দুই সন তেরিখ ১৪ জৈষ্ঠ সুক্ল পক্ষ নক্ষত্র মগা তিতি য়ষ্টামি"[১৪৪]

৫.২.৩ শাস্ত্র ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপির অনুলিখন পুণ্য কাজ বিবেচনায় পুণ্য স্থানে বসে প্রতিলিপির অনুলিখনের কাজ সমাপিত হতো। পান্ডুলিপি বিদ্যায়তন এবং টোলে বসে লিখারও প্রচলন ছিল।

১. ইতিসন ১২৩৯ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র সম্বত ১৮৮৯ মাহ ভাদ্র সুদী নবমী রোজ সোমবার ব্রহ্মকুণ্ডে কুটিতে বসিয়া পুর্ন্য করিলাম মাত্র[১৪৫]

২. স্বক্ষর মিদং শ্রী বেহারি মোহন দাসস্য হক মালিক এই পুস্তক শ্রী যুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ মঘিতে মতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫ চৈত্র রোজ শনিবার ৬এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল।[১৪৬]

৩. সন ১২৩৮ সাল তা ২৬ অগ্রহান॥ সনিবার॥ প. মালিপাড়া সাঃ চৈতন্য পুরের পাটসালে বসি লিখনং॥ আন্দাজী বেলা দুই পহরের সমএ॥[১৪৭]

৫.২.৪ কোথাও যেতে পথিমধ্যে, চলন্ত অবস্থায় অনুলিখনের কাজ করার পরিচয় পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে নদী-মাতৃক বাংলাদেশে নৌকা যোগে চলাচলের সময় নৌকায় বসে পাণ্ডুলিপির লিখন কাজ সমাপনের কথা উল্লেখ আছে। যেমন :

১. তারিখ ১৪ মাঘ শুক্রবার বেলা ছয়দণ্ড স্থিতে নৌকা চলিতে সমাপ্ত হইল।[১৪৮]

২. উজানর চালান গীয়াছিলাম গীয়া এই পুস্তক লেখিলা বাটীয় নিত এই পুস্তক সমাপ্তত হৈল বেলা দুই প্রহর হৈআছিল এতে কুলউকার দুই পর মধ্যে সাঙ্গ করিলা খাউয়ার ঘাট আসীয়া দধি খরিদ করিয়া এই খান স্নান করিআ জল পানি করিলা। ইহাতে জে উপহাস্য করে অঘুর নরকে সেই পড়ে।[১৪৯]

৩. ইতি সন ১২১৬ তেরিখ ১৬ মাঘ এই পুস্তক শ্রীযুত গঙ্গা স্নান সর্দ্ধ উদয়ইতে মোকাম সদ্ধের মোড়া বেলা দের প্রহরের সময় নৌকাএ বসিয়া সাঙ্গ করিলাম।[১৫০]

৬

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় লিপিকরদের নিজস্ব সংযোজনে পুস্তক মালিক ও পাঠকের পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। ছাপার সুবিধে ছিল না বলেই নিজস্ব প্রয়োজনে পুস্তক মালিক পেশাধারী লিপিকরদের সাহায্যে পুথি লিখিয়ে নিতেন। পেশাধারী লিপিকর ছাড়াও প্রয়োজন মত অনেকে নিজেই পুথি নকলের কাজ করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে পুথির মালিক এবং পাঠকের নাম পরিচিতির উপর ভিত্তি করে তৎ-কালীন সময়ের পাঠ-চর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় মিলে। রাজা-বাদশা, রাজন্যবর্গের তত্ত্বাবধানে পুথি নকলের কাজ যেমন হয়েছে; ধর্মীয়, সাহিত্য, শাস্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ এমন কি সমকালীন সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যারা অবহেলিত ও নিকৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত তারাও পুথি লিখিয়ে রাখতেন।

বিদ্যা অর্জন, চর্চা ও পাঠাভ্যাস মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ, কায়েত, বদ্যি, সৈয়দ, পাঠান সম্প্রদায়-বংশভুক্ত পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের শ্রমজীবী, অল্প-শিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ-চর্চার প্রচলন ছিল। তাই এক দিকে পুস্তক মালিক হিসেবে মল্লরাজা চৈতন্য সিংহ ত্রিপুরার রাজধর মানিক্য,[১৫১] বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ দেবী'[১৫২], মহারানী আনন্দ কুমারী'[১৫৩], পরিচয় যেমন আছে; তেমনি কাত্তিক নাই[১৫৪], মদনমোহন পড়্যা'[১৫৫], গদমনি সিল,'[১৫৬] গদাই চন্দ্র ময়রা,'[১৫৭] পঞ্চানন দাস বৈদ্য,'[১৫৮] বোল্টম চরন তাঁতী,'[১৫৯] বিপ্রচরন ধাবক,'[১৬০] লক্ষ্মী নারায়ণ রজক'[১৬১] প্রভৃতি বিচিত্র সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্যানুরাগী সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গও এসেছে।

পুস্তক মালিক এবং লিপিকরের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো নিগূঢ়। লক্ষ্য করার বিষয় পুথির অনুলিখন এবং পাঠ-চর্চার পরিপ্রেক্ষিত ছিল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। সমকালের সামাজিক জীবনে জাতি ও ধর্মের আবেষ্টনীতে সাম্প্রদায়িকতার বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পুথি অনুলিখনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ নেই। পেশাধারী লিপিকর শাহ মোহাম্মদ কৃত্তিবাসী রামায়ণ[১৬২], শেখ জামাল মাহমুদ মহাভারতের অনেক পুথি[১৬৩] এবং কালীদাস নন্দী[১৬৪] মুসলমান পুথি নকল করেছেন। হিন্দু লিপিকরের লেখা পুথি মুসলমান পুস্তক মালিক স্বকীয় প্রয়োজনে নিজ গৃহে সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন[১৬৫]। আবার মুসলমান ও নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু লিপিকরদের দিয়ে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মালিক পুথি লিখিয়েছেন।[১৬৬] সাম্প্রদায়িক কঠোরতার মধ্যে সামাজিক মানুষের এ উদার মানসিকতা ও চেতনার বিকাশে পাঠ-চর্চা বিস্তৃত হয়েছে এবং সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে।

৬.০ স্বকীয় প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপি অনুলিখনের রীতি প্রচলিত ছিল। এ পর্যায়ে লিপিকরই পুস্তকের অধিকর্তা। ধর্মীয় সাহিত্য, শাস্ত্র-বিষয়ক ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও অনুরক্তি ছাড়াও টোল ও অন্যান্য বিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রী এ পর্যায়ভুক্ত। যেমন :

১. নিজ গ্রহন্ত শ্রী আদিল রাম বৈরাগি সাং বড়সুরা[১৬৭]

২. নিজ পুস্তক শ্রী ইসবরাম সর্দ্দার সাং নয়া গ্রাম পরগণে রামই[১৬৮]

৩. ইদং পুস্তকং শ্রী কালীদাস বযু দাস॥ স্বহস্তে লিখিতং সন ১২৭৭ সাল'[১৬৯]

৪. শ্রী নরোত্তম কেরানির পুত্র শ্রী রামচন্দ্র স্বকিত্র বহি ইতি ১১৭৯ মাঘি তারিখ ২২ মাঘ।[১৭০]

৫. নিজ পুস্তক স্বহস্তে লিখিতং শ্রী রাজকিসোর দত্ত সাকিন পরগণে আমানগীরি মৌজে জগন্নাথপুর গ্রাম।[১৭১]

৬.১ প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনুলিখন কাজে পেশাধারী লিপিকরদের অনুবর্তন অধিক। পুস্তক মালিকের নির্বাচিত পুথি পারিশ্রমিকের

বিনিময়ে পেশাধারী লিপিকর প্রতিলিপির অনুলিখন কাজ সম্পন্ন করতেন। পুষ্পিকায় লিপিকর কর্তৃক পুস্তক মালিকের নাম ও পরিচিতি উল্লিখিত হয়েছে। পুস্তক মালিকের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কখনো মালিকের সঙ্গে লিপিকরের আত্মিক সম্পর্ক, পুস্তক মালিকের সুব্যবহার, প্রেরণা প্রদান, প্রশস্তিসহ বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। যেমন :

১. সন ১২৬৩ সন প্রগনে বগাসাইর মৌজে সিতৈল্লা বলরাম নাতের পুত্র শ্রী সিবনাতৈশর্চ পুস্তক লেখাইচে[১৭২]

২. লিখিতং শ্রী মজরল্লা পীং মনছুর আলী সাং হাওলা মালিক শ্রী আজগর আলী পীং হারিচা সেক সাং করলডেঙ্গা থানে পটিয়া। ইতি সন ১২২৪ মঘি তাং ২৮ কাতিক।[১৭৩]

৩. দেয়াঙ্গ সহরে গুন্দিপ নগরে
জাফরয়ালি নাম জান।
য়তি ভার্গবন্ত কুলিন মহন্ত
পুস্তক লেখীলুঁ তান॥[১৭৪]

৪. সুয়খর শ্রী ডোমন পাট্টারি। পুস্তক মালিক শ্রী বেচিরাম দাস ও শ্রী পরান ভঙ্গরাএ ওলদে কশ্চ মনিদাস পর পিতামহ অভিরাম দাস। ইতি ১১৮৪ সন[১৭৫]

৫. শ্রী ছৈদ ওয়াশীল পর উপকারী।
সদামন ধ্যানে তান ধর্ম্ম কর্ম্ম সরি॥
তান আজ্ঞা পাই জন্য হিন আচমত আলী।
প্রিতি বাসি ইলসা বাসি লেখীল পঞ্চালি॥[১৭৬]

৬. মোহাম্মদ কামিল মুনসী পর উপকারী
মুঞি খুদ্রে তাহান মহিমা দিতে নারি॥
তাহান আদেশে হিন আনিচ মোহাম্মদ।
লেখিলুং পুস্তক আদ্য নবিবংস্য পদ॥
শ্রীযুত মোহাম্মদ কামিল সুজান।
দানে মানে মোহাম্মদ হাতিম সমান।

প্রহর গতে সাঙ্গ ইতি সন ১২০২ দুই সন তেরিখ ১৪ জৈষ্ঠ সুক্ল পক্ষ নক্ষত্র মগা তিতি য়ষ্টাম্নি"[১৪৪]

৫.২.৩ শাস্ত্র ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপির অনুলিখন পুণ্য কাজ বিবেচনায় পুণ্য স্থানে বসে প্রতিলিপির অনুলিখনের কাজ সমাপিত হতো। পান্ডুলিপি বিদ্যায়তন এবং টোলে বসে লিখারও প্রচলন ছিল।

১. ইতিসন ১২৩৯ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র সম্বত ১৮৮৯ মাহ ভাদ্র সুদী নবমী রোজ সোমবার ব্রহ্মকুণ্ডে কুটিতে বসিয়া পুর্না করিলাম মাত্র[১৪৫]

২. স্বক্ষর মিদং শ্রী বেহারি মোহন দাসস্য হক মালিক এই পুস্তক শ্রী যুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ মঘিতে মতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫ চৈত্র রোজ শনিবার ৬এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল।[১৪৬]

৩. সন ১২৩৮ সাল তা ২৬ অগ্রহান॥ সনিবার॥ প. মালিপাড়া সাঃ চৈতন্য পুরের পাটসালে বসি লিখনং॥ আন্দাজী বেলা দুই পহরের সমএ॥[১৪৭]

৫.২.৪ কোথাও যেতে পথিমধ্যে, চলন্ত অবস্থায় অনুলিখনের কাজ করার পরিচয় পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে নদী-মাতৃক বাংলাদেশে নৌকা যোগে চলাচলের সময় নৌকায় বসে পাণ্ডুলিপির লিখন কাজ সমাপনের কথা উল্লেখ আছে। যেমন :

১. তারিখ ১৪ মাঘ শুক্রবার বেলা ছয়দণ্ড স্থিতে নৌকা চলিতে সমাপ্ত হইল।[১৪৮]

২. উজানর চালান গীয়াছিলাম গীয়া এই পুস্তক লেখিলা বাটীয় নিত এই পুস্তক সমাপ্তত হৈল বেলা দুই প্রহর হৈআছিল এতে কুলউকার দুই পর মধ্যে সাঙ্গ করিলা খাউয়ার ঘাট আসীয়া দধি খরিদ করিয়া এই খান স্নান করিআ জল পানি করিলা। ইহাতে জে উপহাস্য করে অঘুর নরকে সেই পড়ে।[১৪৯]

৩. ইতি সন ১২১৬ তেরিখ ১৬ মাঘ এই পুস্তক শ্রীযুত গঙ্গা স্নান সর্দ্ধ উদয়ইতে মোকাম সদ্ধের মোড়া বেলা দের প্রহরের সময় নৌকাএ বসিয়া সাঙ্গ করিলাম।[১৫৩]

৬

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় লিপিকরদের নিজস্ব সংযোজনে পুস্তক মালিক ও পাঠকের পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। ছাপার সুবিধে ছিল না বলেই নিজস্ব প্রয়োজনে পুস্তক মালিক পেশাধারী লিপিকরদের সাহায্যে পুথি লিখিয়ে নিতেন। পেশাধারী লিপিকর ছাড়াও প্রয়োজন মত অনেকে নিজেই পুথি নকলের কাজ করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে পুথির মালিক এবং পাঠকের নাম পরিচিতির উপর ভিত্তি করে তৎ-কালীন সময়ের পাঠ-চর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় মিলে। রাজা-বাদশা, রাজন্যবর্গের তত্ত্বাবধানে পুথি নকলের কাজ যেমন হয়েছে; ধর্মীয়, সাহিত্য, শাস্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ এমন কি সমকালীন সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যারা অবহেলিত ও নিকৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত তারাও পুথি লিখিয়ে রাখতেন।

বিদ্যা অর্জন, চর্চা ও পাঠাভ্যাস মুস্লিমেয় ব্রাহ্মণ, কায়েত, বদ্যি, সৈয়দ, পাঠান সম্প্রদায়-বংশভুক্ত পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের শ্রমজীবী, অল্প-শিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ-চর্চার প্রচলন ছিল। তাই এক দিকে পুস্তক মালিক হিসেবে মল্লরাজা চৈতন্য সিংহ ত্রিপুরার রাজধর মানিক্য,[১৫১] বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ দেবী'[১৫২], মহারানী আনন্দ কুমারী'[১৫৩], পরিচয় যেমন আছে; তেমনি কাত্তিক নাই[১৫৪], মদনমোহন পড়্যা'[১৫৫], গদমনি সিল,'[১৫৬] গদাই চন্দ্র ময়রা.'[১৫৭] পঞ্চানন দাস বৈদ্য,'[১৫৮] বোষ্টম চরন তাঁতী,'[১৫৯] বিপ্রচরন ধাবক,'[১৬০] লক্ষ্মী নারায়ণ রজক'[১৬১] প্রভৃতি বিচিত্র সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্যানুরাগী সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গও এসেছে।

পুস্তক মালিক এবং লিপিকরের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো নিগূঢ়। লক্ষ্য করার বিষয় পুথির অনুলিখন এবং পাঠ-চর্চার পরিপ্রেক্ষিত ছিল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। সমকালের সামাজিক জীবনে জাতি ও ধর্মের আবেষ্টনীতে সাম্প্রদায়িকতার বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পুথি অনুলিখনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ নেই। পেশাধারী লিপিকর শাহ মোহাম্মদ কৃত্তিবাসী রামায়ণ[১৬২], শেখ জামাল মাহমুদ মহাভারতের অনেক পুথি[১৬৩] এবং কালীদাস নন্দী[১৬৪] মুসলমান পুথি নকল করেছেন। হিন্দু লিপিকরের লেখা পুথি মুসলমান পুস্তক মালিক স্বকীয় প্রয়োজনে নিজ গৃহে সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন[১৬৫]। আবার মুসলমান ও নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু লিপিকরদের দিয়ে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মালিক পুথি লিখিয়েছেন।[১৬৬] সাম্প্রদায়িক কঠোরতার মধ্যে সামাজিক মানুষের এ উদার মানসিকতা ও চেতনার বিকাশে পাঠ-চর্চা বিস্তৃত হয়েছে এবং সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে।

৬.০ স্বকীয় প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপি অনুলিখনের রীতি প্রচলিত ছিল। এ পর্যায়ে লিপিকরই পুস্তকের অধিকর্তা। ধর্মীয় সাহিত্য, শাস্ত্র-বিষয়ক ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও অনুরক্তি ছাড়াও টোল ও অন্যান্য বিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রী এ পর্যায়ভুক্ত। যেমন :

১. নিজ গ্রহন্ত শ্রী আদিল রাম বৈরাগি সাং বড়সুরা[১৬৭]

২. নিজ পুস্তক শ্রী ইসবরাম সর্দ্দার সাং নয়া গ্রাম পরগণে রামই[১৬৮]

৩. ইদং পুস্তকং শ্রী কালীদাস বযু দাস॥ স্বহস্তে লিখিতং সন ১২৭৭ সাল'[১৬৯]

৪. শ্রী নরোত্তম কেরানির পুত্র শ্রী রামচন্দ্র স্বকিত্র বহি ইতি ১১২৯ মাঘি তারিখ ২২ মাঘ।[১৭০]

৫. নিজ পুস্তক স্বহস্তে লিখিতং শ্রী রাজকিসোর দত্ত সাকিন পরগণে আমানগীরি মৌজে জগন্নাথপুর গ্রাম।[১৭১]

৬.১ প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনুলিখন কাজে পেশাধারী লিপিকরদের অনুবর্তন অধিক। পুস্তক মালিকের নির্বাচিত পুথি পারিশ্রমিকের

বিনিময়ে পেশাধারী লিপিকর প্রতিলিপির অনুলিখন কাজ সম্পন্ন করতেন। পুষ্পিকায় লিপিকর কর্তৃক পুস্তক মালিকের নাম ও পরিচিতি উল্লিখিত হয়েছে। পুস্তক মালিকের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কখনো মালিকের সঙ্গে লিপিকরের আত্মিক সম্পর্ক, পুস্তক মালিকের দুর্ব্যবহার, প্রেরণা প্রদান, প্রশস্তিসহ বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। যেমন :

১. সন ১২৬৩ সন প্রগনে বগাসাইর মৌজে সিতৈল্লা বলরাম নাতের পুত্র শ্রী সিবনাতৈর্শ্চ পুস্তক লেখাইচে[১৭২]

২. লিখিতং শ্রী মজরল্লা পীং মনছুর আলী সাং হাওলা মালিক শ্রী আজগর আলী পীং হারিচা হেক সাং করলডেঙ্গা থানে পটিয়া। ইতি সন ১২২৪ মঘি তাং ২৮ কাতিক।[১৭৩]

৩. দেয়াঙ্গ সহরে গুন্দিপ নগরে
জাফরয়ালি নাম জান।
য়তি ভার্গবন্ত কুলিন মহন্ত
পুস্তক লেখীলুঁ তান॥[১৭৪]

৪. সুয়খর শ্রী ডোমন পাট্টারি। পুস্তক মালিক শ্রী বেচিরাম দাস ও শ্রী পরান ভঙ্গরাএ ওলদে কশ্চ মনিদাস পর পিতামহ অভিরাম দাস। ইতি ১১৮৪ সন[১৭৫]

৫. শ্রী ছৈদ ওয়াশীল পর উপকারী।
সদামন ধ্যানে তান ধর্ম্ম কর্ম্ম সরি॥
তান আজ্ঞা পাই জন্য হিন আচমত আলী।
প্রিতি বাসি ইলসা বাসি লেখীল পঞ্চালি॥[১৭৬]

৬. মোহাম্মদ কামিল মুনসী পর উপকারী
মুঞি খুদ্রে তাহান মহিমা দিতে নারি॥
তাহান আদেশে হিন আনিচ মোহাম্মদ।
লেখিলুং পুস্তক আদ্য নবিবংস্য পদ॥
শ্রীযুত মোহাম্মদ কামিল সুজান।
দানে মানে মোহাম্মদ হাতিম সমান।

তাহান মহিমা গুন কহিতে ন পারি।
বেগর হিসাবে বাস হৌক স্বর্গ পুরী॥[১৭৭]

৭. শ্রীহট্টের তাবে রাজ্জ কুরসা নগরি।
শ্রী জয় বল্লভ চৌধূ তাতে অধিকারি॥
তাহান মহরির আমি শ্রী বলরাম নাম।
বেত্তি কুল নিবাস তবে বাড়ি কাস্থ গ্রাম॥
এই পুথি পাইয়া আমি লেখিতে মন হৈল
তান চাকর জৈর্ন্যে পুথি তান হৈল॥[১৭৮]

৮. চারুতর রম্যস্থল নামে জলদি গ্রাম।
মোহা ২ মনুস্য বৈস এ সেই ঠাম॥
সে দেসে পুরুসবর আবদুল আজিত।
সর্ব্ব গুনে বিসারদ প্রভু ভাবে নিত॥
তান সু তনএ নামে ছিরি সাধিবর।
ছিরি কালাগাজি তান কনিষ্ট সোদর॥
পুস্তকের মালিক জে সেই মোহাজন।
লেখিল পুস্তক আমি তাহার কারণ॥
ইতি ১১১৮ সন মঘি।[১৭৯]

৯. কৃষ্ণরাম পুরে ঘর বর্ন্যে সূতকার
কৃষ্ণ ভক্ত পূয় সদা স্বভাব তাহার
ভক্তি মার্গ সতন্তর স্বভা হৈতে নয়
ভক্তিতে প্রবিন সুতকারের তনয়
লিখাইলা প্রহলাদ চরিত্র ভক্তি করি
পুস্তক সংপুর্ন্ন হৈল বল হরি হরি[১৮০]

১০. অনেক যতনে আমি লিখিলাম পুস্তক।
শুনহ লিখিতে হৈল যতেক যে দুঃখ॥
কুড়িপাত সাগর মুগী লিখিতে দিয়াছিল।
তারপর একটি পাত লিখিতে না দিল॥

পারুলাতে লিখিলাম দেড়শত পাত
তাহাতে যতেক দুঃখ জগৎ বিখ্যাত॥[১৮১]

৬.২. পুথি পাঠকের জন্যে নির্দিষ্ট করে প্রতিলিপি লিখার রীতি বর্তমান ছিলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুস্তক পাঠক এবং মালিক একই ব্যক্তি। মালিক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে পাঠকের জন্যেও লিপিকর অনুলিখনে ব্রতী হতেন। মালিক তাঁর শুভানুধ্যায়ী বা তাঁর কাছে সংরক্ষিত কোন পুথির প্রতিলিপি অন্য কেউ নিতে আগ্রহী এমন পাঠকের জন্যে নিজে অথবা নিজের তত্ত্বাবধানে লিপিকরের দ্বারা প্রতিলিপি তৈরী করিয়ে প্রদান করতেন। যেমন :

১. লিখিতং শ্রী গোপীনাথ দাস ঘোষ সাং বাঙ্গলা শ্রী যুত মাতুল দর্পনারায়ণ দত্তজার পঠনার্থে।[১৮২]

২. সঅক্ষর শ্রী মহাদেব পুরকাইত। সাং জঙ্গলপাড়া। শ্রী যুত রামসুন্দর দাদা মহাসয়কে লিখিয়া দিলাম।[১৮৩]

৩. ১২৪৮ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ন। সক্ষর শ্রী ষুজিকুণ্ডার রায় সাং চাউন্যা। পঠনাথ শ্রী জগমোহন কয়াল সাং মুড়া গাছা। পরগনে মুড় মৌজে দৌলতপুর।[১৮৪]

৪. সাক্ষর শ্রী রামকাহ্নাই দাসস্য পরতে শ্রী কাত্তিক নাই সন ১২৯২।[১৮৫]

৫. পঠনার্থে শ্রী মদন মোহন পড়্যার সাং সামবাজার।[১৮৬]

৬. লিখিতং শ্রী গৌচরন দাস দত্ত সাং জামশনা পঠনাথ শ্রীকিসোর দাস ইতি ১০৮৪ সাল তাং ২৮ আসাড়॥[১৮৭]

৭.০ প্রতিলিপির অনুলিখন পেশা হিসেবে গ্রহণ করে লিপিকর পুস্তক মালিকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন, অধিকাংশ প্রতিলিপির পুষ্পিকায় পারিশ্রমিকের উল্লেখ নেই। মূল-গ্রন্থের বিষয়বস্তু বহির্ভূত লিপিকরের অতিরিক্ত সংযোজনে সম্ভবতঃ লিপিকর পারিশ্রমিকের পরিপেক্ষিতকে পরিহার্য ও অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। এ অপ্রয়োজনের সূত্র ধরেই কোন কোন পুষ্পিকায় প্রতিলিপি লিখন কাজের জন্যে পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গ এসেছে। উল্লেখ্য, জীবিকা হিসেবে

এ পেশায় আত্মনিয়োগ করে লিপিকরেরা স্বচ্ছল জীবন-যাপন করতে পারেন নি। পারিশ্রমিক এবং লিপিকরদের সাংসারিক টানাপোড়েনের প্রসঙ্গ পাশাপাশি এসেছে। অনুলিখিত অনেক গ্রন্থে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের অপ্রতুলতা বা পরিমাণ লিপিবদ্ধ না হলেও আত্মকথায় বর্ণিত জীবন-যাপনের ফিরিস্তি থেকে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা জানা যায়। এরই সাথে সাথে মালিকের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক, প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের মাধ্যমে জীবন যাপনের সচ্ছলতার ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে পুষ্পিকায় প্রতিভাত হয়। যেমন :

১. ইহার দর ২॥, দুই টাকা যত আনা॥[১৮৮]

২. সন ১২৪৪ সাল তাং ১৭ আঘন এহার দক্ষিণা॥[১৮৯]

৩. এই পুঁথি লিখিতে ধান্য লইয়াছি।[১৯০]

৪. এই পুঁথি লিখিতে দুই আনা লইয়াছি।[১৯১]

৫. অষ্টাদশ ভারথ পুস্তক শ্রী গোবিন্দরাম রায়ের এ কোয়ান পত্র গ্রন্থ সাত শত উন্নানই পাতে সমাপ্ত হইয়াছে। স্বাক্ষর মিদং শ্রী অনন্তরাম শর্মার। ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সমানতাক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হইয়া সশ্রদ্ধ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলামনগদে দক্ষিণা পাইলাম তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আজ্ঞা হইল। সন ১২১১।[১৯২]

৬. দাস বাবু আমারে দিলেন সাত টাকা
সেই মত দাসের পাপ খণ্ডাহ প্রভু একা॥
পুস্তক লেখাইয়া আমার কিলেন উপগার।
অনেক জঙ্গালে ত্রান করিলেন বাবু কর্মকার॥
কর্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া।
পুস্তক সাঙ্গতে বাবু দিবেন বস্ত্র মোয়া॥
আমাকে গামছা দিবেন বহবাদ খুষি।
অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবার আসি॥[১৯৩]

৭.১ পুথির মালিক এবং লিপিকরের মধ্যে পারিশ্রমিকের ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী সাক্ষীর পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ দুই পক্ষের মাঝে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। যেমন :

লিখিতং শ্রী হরিচরণ দাস বৈরাগি, সাক্ষী গঙ্গারাম দাস বৈরাগি।[১৯৪]

৭.২ চুক্তিবদ্ধ পারিশ্রমিকের পরিপ্রেক্ষিতে পুষ্পিকায় লিপিকর এবং পাঠক বা পুস্তক মালিকের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিলিপির কাজ সমাপ্ত হলে অনেক পুস্তক মালিক বা পাঠক লিপিকরকে পূর্ব-শর্তানুযায়ী প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেন। ফলে মালিক এবং লিপিকরের মাঝে মতান্তর সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্যে লিপিকর অশালীন দিব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

এই পুস্তকের দক্ষিণা শ্রী হরিচরণ দাস দে সাসুড়া হইয়াছেন তাহার সাক্ষী শ্রী গোকুল দাস দে ও শ্রী গোরাঙ্গ দাস দে ও শ্রী প্রসাদ দে ও শ্রী কাশীনাথ দে ও শ্রী কমলাকান্ত দে।[১৯৫]

৭.৩ প্রাচীন কাল থেকে ছাপাখানা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত অনুলিখিত প্রতিলিপি বিক্রয় হতো। এ পর্যায়ে পুস্তক মালিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লিপিকরের সাহায্যে প্রতিলিপি লিখিয়ে প্রতিলিপিকৃত পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থের মূল্য নিরূপণ করে বিক্রি করতেন, আবার কোন কোন লিপিকর বিক্রয়ের জন্যে নিজস্ব উদ্যোগে পুথি নকল করতেন। প্রতি ক্ষেত্রেই মূল্য নিরূপিত হতো পুথির পত্র খরচ ও লিপিকরের পারিশ্রমিকসহ খরচাদির অতিরিক্ত মুনাফা নির্ণয় করে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখিত সময়কালের প্রেক্ষাপটে ধার্যকৃত পুথির মূল্যের ভিত্তিতে সমকালীন আর্থ-সমাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া যায় :

১. ইতি হাজার মছল্লা পুস্তক মুল্ল ।৶ ছয় য়ানা'[১৯৬]

২. ইতি জোক কারাম্মত্ত পুস্তক চারি মোকামের কথা সমাপ্ত মুল্ল মং ৵ দুই য়ানা।'[১৯৭]

৩. এই পুথির মালিক শ্রী গোলাম কাদের চৌং পীং জাফর আলী চৌং সাং আসিআ খারিজ ম ২ টাকা।[১৯৮]

৪. পলাশ ডাঙ্গাস্থ হারাধন ভট্টাচার্যের নৈষধ পুস্তক পাঁচ সিকায় খরিদ করিয়াছি তাহাতে বাটির লোক সকল মৃত জনের পুস্তক বলিয়া অনেক প্রকারে নিষেধ করিতেছে এবং কহিতেছে যে তজ্জন্যই তোমার ব্যারাম হইয়াছে।[১৯৯]

৮.

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। লিপি-করদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা গ্রন্থ মালিকের আর্থিক ব্যয় ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে এগুলো লিপিবদ্ধ ও সযত্নে সংরক্ষিত হতো। এই পদ্ধতি-তেই প্রাচীন কাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাঠক, মালিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংরক্ষিত হয়ে আজ পর্যন্ত জাতীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে বর্তমান রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি যাতে করে হারিয়ে না যায় সে জন্যে পুষ্পিকায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

৮.০ নিজে অথবা লিপিকরের সাহায্যে গ্রন্থ প্রতিলিপি-করণের জন্যে পুস্তক মালিকের কাছ থেকে গ্রন্থ ধার নিতে হতো। একান্ত পরিচিত পরিমণ্ডল ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পুস্তক মালিক সাক্ষী রেখে বা তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় সাময়িকভাবে গ্রন্থ ধার দিতেন। এ-ব্যবস্থার আলোকে সমকালে প্রাচীন পুস্তক-প্রীতি ও পুস্তক-সংরক্ষণে সাবধানী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন :

> নিজ পুস্তক শ্রী জয়বল্লভ সর্ম্মন সাং পরগনে কুরুসা সাক্ষর শ্রী দামুদর সর্ম্মন॥ এই পুস্তক দাতব্য শ্রী জগত বল্লভ সর্ম্ম॥ জিম্মে শ্রী আদিত্য রামদাস সাং পং বেতার কুল ইতি সন ১২১৯ সাল তাং মাহে ১০ পৌষ রোজ রোজ মঙ্গলবার[২০০]

৮.১ পুথি নকল করা এবং নকল করিয়ে রাখা ছিল একটা দুরূহ কাজ। ঐকান্তিক কষ্টে লিখিত ও রক্ষিত পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থ কোন কারণে হারিয়ে গেলে, ধার নিয়ে ফেরৎ না দিলে, লুকিয়ে রাখলে, চুরি করে নিয়ে গেলে পুস্তক মালিকের অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হতো। লক্ষ্য করা যায়, ছাপাখানা প্রবর্তনের পূর্বে পুস্তক সংগ্রহ করা কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ছিল বলে কেউ কেউ অন্যের পাণ্ডুলিপি চুরি করে সংগ্রহ করতেন। পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ চুরির প্রবণতা অবদমনের জন্যে লিপিকর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবে অথবা পুস্তক মালিকের ইচ্ছানুকূল্যে পুষ্পিকায় দিব্যের অবতারণা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পর্যায়ভুক্ত দিব্যগুলো অশালীন ও অশ্লীল। তবে লিপিকরদের এ দিব্যগুলো স্বকীয় চেতনা ও সামাজিক অশ্লীলতার উর্দ্ধে বলে বিবেচনা করা যায় এই অর্থে যে, উল্লেখিত দিব্যর অশালীন কটাক্ষ ও পাপবোধের উপর লক্ষ্য রেখে একান্ত কষ্টের সম্পদ পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি কেউ অপহরণ করবে না।

১. এ পুক মাগিআ লোইয়া যে গাপত কোরিআ রাখে তাহার মাত বেবস্যা অ তাহার পিতা গজহস্তি হএ।।[২০১]

২. এই পুথি জে লুকা তার মর উপরে তালাক।[২০২]

৩. গ্রন্থয়ং পুর্নতাঞ্চেব হরে দ গর্দ্ধবেন সম।।[২০৩]

৪. এই পুস্তক যিনি চুরি করিবেক তিনি মাতৃ হরণ করিবেক[২০৪]

৫. যত্ন করি এই পুথি করিলাম লিখন।
ইহা যদি চুরী করি লয় কোন জন।।
মাতা তার শূকরী হয় জনক শূকর।
ব্রহ্ম হত্যা আদি পাপ তাহার উপর।।[২০৫]

৬. এই পুথি যে চুরী করিবেক সেই অধম দুরাচার পাপিষ্ঠ নরাধম তাকে কৃষ্ণের দোহাই।[২০৬]

৭. এই পুস্তক জেবা চুরি করে কুন্তি পাকে সেই জন থাকে।।[২০৭]

৮. লিখিত্বা বহু যত্নেন শ্বোরয়তি পুস্তিকাঃ সুকরী তষ্যাং মাতা পিতা তস্য গর্দ্ধভ।[২০৮]

৯. এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকি॥ সেই বিয়ান্যা হইবেক॥[২০৯]

১০. এই পুস্তক জে বেক্তি চুরি করিবে সে সাসুরে হইবেক য়ার পুত্র বধুকে হরণ করিবে।[২১০]

১১. দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাতা গাদিং পিতা সুকরং জন্মে জন্মে।[২১১]

১২. কেহ যদি ছড়ি কর এই পুস্তক খানি
জাহার গর্ব্বে জন্ম হএ সেতার রমনি।[২১২]

১৩. এই পুস্তক জে কেহ চুরি করিও মির্থা দাবি করিও কোন ফেরবি করি লই জাএ তাহার পিতার ও চোদ্ধ পুপুরুশের নরগামি হএ ও অজন্মে নরকে থাকিবেক।[২১৩]

১৪. যতন পুর্ব্বেতে তেই লিখিয়া রাখিল
কেহ যদি লয়্যা যায় পুস্তক লিখিতে।
লিখিয়া সত্বরে আনি দিবে সুনিশ্চিতে॥
আমার পুস্তক যেই জন হরিবেক
তাহার বাপের মুখে বিষ্ঠা পড়িবেক॥
সেই থাকে বলি পুথি কেহ না হরিবে
হরিবেক যেজন সে নরকে পড়িবে।[২১৪]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের জাতীয় জীবনের ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্য এবং সামাজিক মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিত, পরবর্তী বংশধর-দের কাছে পেঁাছে দেয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন লিপিকরেরা। জীবিকার প্রয়োজনে হলেও পুথি অনুলেখনের কাজে তাদের ঐকান্তিক যত্নের ছাপ যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের নিবেদিত প্রাণের স্পন্দন। ছাপাখানার প্রবর্তন যখন ছিলনা, তখন লিপিকরেরাই পুরোনো ঐতিহ্যকে তাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় লেখনীর মধ্য দিয়ে ধরে রেখেছেন। ফলে যা ছিল হারিয়ে যাওয়ার—তা তাদের লিখন-কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের পুর্ব-পুরুষদের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে টিকে রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৭, পৃ. ১০

২ দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, মুন্সী শ্রী আবদুল করিম সঙ্কলিত, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, নিবেদন অংশ।

৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ-১৫২

৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ-১৫৫

৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৫২

৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ-১১০

৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১২০

৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৫৩

৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—৫০০

১০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ ৫৭৫

১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৭৪৮

১২ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—২৯

১৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—২১০৭ক্রম

১৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩৯৬

১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩২

১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩৮

১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৫৯

১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৮৩৪

১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯

২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯

২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯

২২ রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা সংগ্রহ—১৬৭৩

২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৬৩৭৪

২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৬৩৬৪, ১১ক পত্র

২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩০৮

২৬ S. M. Katre, Introduction to Indian Textual Critism. 1954, Chap. V

২৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—১২, ২খ পত্র

২৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—১১, ১০ক পত্র

২৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯

৩০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৮০

৩১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৭৯

৩২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—১২৪০

৩৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ-২৫৫

৩৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩৩১

৩৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৯৫, ৪ক পত্র

৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯, ৬খ পত্র

৩৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৪৩০, ৮৯ক পত্র

৩৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯, ৫ক • পত্র

৩৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৯৫, ৯ক পত্র

৪০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—১৪০

৪১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—২৩৮

৪২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯, ১৬ক পত্র

৪৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯, ১৯ক পত্র

৪৪ জঙ্গনামা—হেয়াত মামুদ, সম্পাদনা : মযহারুল ইসলাম

৪৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩৩

৪৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩২

৪৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ-৭৯, ২১ক পত্র

৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ-৭৯, ২১খ পত্র

৪৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৭৯, ২০ক পত্র

৫০ রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা সংগ্রহ—৯৮৩, ১৭ক পত্র ন

৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—২২৪

৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—২২৫

৫৩ রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা সংগ্রহ—৫১০, ৪খ পত্র

৫৪ রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা সংগ্রহ—৫১০

৫৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৯৫, ৫খ পত্র

৫৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৯৫, ৫খ পত্র

৫৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৬২, ৩ক পত্র

৫৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৬২

৫৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১০৭-১১৫

৬০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১১০

৬১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১১৪

৬২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রহ—৭৪৮

৬৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রহ---৮৫৩

৬৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৫২

৬৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ---৩৪৫

৬৬ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---১৭৩

৬৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৮৫৩

৬৮ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---২৩

৬৯ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—২৮৫

৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---১৩০৪

৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৬৯১

৭২ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—৩

৭৩ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---২৩

৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৯৫৯

৭৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---১১৬৮ এ

৭৬ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—২২৪

৭৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩২

৭৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩১২

৭৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৮৩৪

৮০ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—১৭৩

৮১ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---২২৪

৮২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩২

৮৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৫৩

৮৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৯৪

৮৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---১১০১এ

৮৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---১৩০৪

৮৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—২০৪

৮৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৭০৬

৮৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৫৪২

৯০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৯৪

৯১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৩৩

৯২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩৬০

৯৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—২০৪

৯৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩৯৩

৯৫ বাংলা একাডেমী সংগ্রহ —৪৮/বাহরা ২ / লা. ম. ১

৯৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৩৫, ৩৩ খ পত্র

৯৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৩৫, ১৬খ পত্র

৯৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১২০

৯৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩১৬

১০০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৫৩১

১০১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৫০৪

১০২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৩০৬

১০৩ বাংলা একাডেমী সংগ্রহ—৪৯/বাহরা ২ / লা. ম. ২

১০৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১১৫

১০৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৭৪৭

১০৬ লিপিকর নন্দদুলাল রায়, দ্র. চিত্রা দেব, পুথি-পত্রের আঙ্গিনায় সমাজের আলপনা, ১৯৮১, পৃ. ৪৮

১০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৭৪৭

১০৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—১১১৫

১০৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—২৮৩

১১০ রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা সংগ্রহ—১৭২১

১১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৯৫৯

১১২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—২৭৩

১১৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১১৫

১১৪ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১১৫ ঐ

১১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩৬৭

১১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩৬৮

১১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ— ১২৪০

১১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—৮২

১২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৮২

১২১ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

১২২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—২২৪

১২৩ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—১৭৩ (১১৪৫ বঙ্গাব্দ)

১২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—২২ (১১৯৯ মগী)

১২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৮৬ (১৩৮৬ হি.)

১২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৮৬ (১১৭২ মগী)

১২৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১২ (মগী ১০৯৪)

১২৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ---৩৯৩ (১২২১ বঙ্গাব্দ)
১২৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---৫২৩ (১৭৬২ শকাব্দ)
১৩০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---৫২৩ (১২০২ মগি)
১৩১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---৫২৩ (১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ)
১৩২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---৫২৩ (১২৪৭ বঙ্গাব্দ)
১৩৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---৭৪৭বি
১৩৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---২৬৮
১৩৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---৭৪৭এ
১৩৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---১৬৭
১৩৭ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---৯৫
১৩৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---১১০৫
১৩৯ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---৩৩৫
১৪০ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---২৮৫
১৪১ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---২২৩
১৪২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---১৩৬
১৪৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---৩৯২
১৪৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য প্রদত্ত সংগ্রহ---৩২৭
১৪৫ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---৩৪৬
১৪৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---২৪৯
১৪৭ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---৩২৭
১৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ---১৭২
১৪৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---১৩৪১ (১২২৪ বঙ্গাব্দ)
১৫০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ---৭৪৭খ
১৫১ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
১৫২ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
১৫৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---১৩৬
১৫৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ---২২৭ (১২১২ বঙ্গাব্দ)
১৫৫ বিশ্বভারতী সংগ্রহ---১১৪ (১২৪৪ বঙ্গাব্দ)
১৫৬ রামমালা গ্রন্থগার, কুমিল্লা---১৭৪৪

১৫৭ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

১৫৮ ঐ, ১০৪৮ বঙ্গাব্দ

১৫৯ ঐ, ১২৪৩ বঙ্গাব্দ

১৬০ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

১৬১ ঐ, ১২৫৯ বঙ্গাব্দ

১৬২ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৬৩ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৬৪ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৩২, ৩৬২

১৬৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—২৮১৬

১৬৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—১৩৩১

১৬৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রদত্ত সংগ্রহ—১৬২

১৬৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৭৩৬

১৬৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—৩২৯

১৭০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—৬৫৫

১৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—১৩৩১

১৭২ রামমালা গ্রন্থাগার সংগ্রহ—১৬৭৮

১৭৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৬৯

১৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৮৭

১৭৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১১০

১৭৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—১৮৭

১৭৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—২২২

১৭৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৮৩৪ (১২১৮ বঙ্গাব্দ)

১৭৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—২৪৬

১৮০ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—১২৩

১৮১ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, সংগ্রহ নং—১৪০

১৮২ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—২০৪

১৮৩ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—১২৯

১৮৪ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—২৩

১৮৫ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—২১২

১৮৬ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—২১৪ (১২৪০ বঙ্গাব্দ)

১৮৭ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—৩৮৫

১৮৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৬৭২

১৮৯ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—১২৪

১৯০ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী—২৫৬

১৯১ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী—২২০৯

১৯২ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৯৩ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৯৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—৩১৬

১৯৫ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম,—১৩৯। লিপিকাল ১২০২, লিপিকার শ্রী গণেশ দত্ত, সাং আকুই, পঠনার্থে শ্রী হরিচরণ দে

১৯৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৫৬৯

১৯৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৫৬৮

১৯৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—৫০৮

১৯৯ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

২০০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৮৫৭

২০১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—২১৫

২০২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—৬৭২

২০৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—১২৪ এ

২০৪ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী সংগ্রহ—১১৮

২০৫ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী সংগ্রহ—৩৭০

২০৬ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী সংগ্রহ—১৩৭। লিপিকাল ১১৮৬ বঙ্গাব্দ।

২০৭ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম (আ. ক. স্য. বি. প্রদত্ত) সংগ্রহ—১০৬

২০৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—২০৮

২০৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—৩৩১

২১০ বিশ্বভারতী সংগ্রহ—২৮৫

২১১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—১৭২

২১২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সংগ্রহ—২০৬

২১৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ—২৪৯

২১৪ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী সংগ্রহ—১৪০, লিপিকাল ১৭২০ শকাব্দ।